শ্রীশ্রীওঙ্কারসহস্রগীতি

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীওঙ্কারসহস্রগীতি

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ভূমিকা

ওঙ্কারসিদ্ধ মহাপুরুষ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের শ্রীমুখ-নিঃসৃত 'ওঙ্কার সহস্রগীতি'—বঙ্গভাষায় এক অপূর্ব্ব গীতি। ইহার ভূমিকা 'লিখিবার' বস্তু নহে—অনুভবের বিষয়। ধারণা ও ধ্যানই ইহার ভূমিকা। তথাপি যাহা লিখিতেছি—তাহা আদেশ পালনার্থ। আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ মহিমা তিনিই উপলব্ধি করিতে পারেন, যিনি ওঙ্কার সাধনা করিয়া রসগ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। এই গীতি গ্রন্থ তাহারই পরিচায়ক। অল্প একটু পাঠ করিলেই হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠে। শত ভ্রমর ঝঙ্কারের মত ওঙ্কার নাদ যেন দশদিক ব্যাপ্ত করিয়া ফেলে, নয়ন অশ্রুধারায় প্লাবিত হয়, এই বিশ্বসংসারের আদিভূতা শব্দমূর্ত্তি যেন জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে নাচিতে থাকে—আবার প্রলয়কালীন অবসানের শূন্যতা এই বিচিত্রবিশ্বের শব্দ মাত্রে বিলয় যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। কে আছ সাধক, কে আছ যোগী, কে আছ সংসারী—ওঙ্কারের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য যদি আগ্রহ উদিত হয় তাহা হইলে এই 'ওঙ্কার সহস্রগীতি' হইবে তাহার একমাত্র অবলম্বন। ওঙ্কার সম্বন্ধীয় সকল শাস্ত্রের—সকল মন্ত্রের—সকল প্রমাণের এরূপ একত্র সঙ্কলন—কোন ভাষায় কখনও হইয়াছে কি না জানি না। সংস্কৃত শাস্ত্রে বহু স্থানে বহুভাবে যে ওঙ্কার-মহিমা ছড়াইয়া

ছিল, যাহাকে অধিগত করিতে গুরুসন্নিধানে বহুসাধনা করিতে হইত এই গ্রন্থে তাহার মধুর বিশ্লেষণ—সরল বঙ্গভাষায় তাহার বিশদ বিবরণ এমনভাবে পরিবেশিত হইয়াছে যে,—ইহা পাঠ করিতে করিতে তন্ময় হইতে হয়। বিষয় অতীব জটিল, অতীব দুরূহ ; ওঙ্কারের অর্থ অধিগত করিতে গভীর মনঃসংযোগ প্রদান করিলেও বহুস্থানে বিদ্বানের পক্ষেও অতীব ক্লেশ বোধ হইবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই গ্রন্থে এমন একটি গীতির ভঙ্গি দেওয়া হইয়াছে যে, তাহার মধুর প্রবাহে পড়িয়া পাঠকের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিবে, শরীর পুলকপূর্ণ হইবে, জটিলতার কঠিনস্পর্শ যেন বিলীন হইয়া যাইবে।

সমস্ত বেদ-মন্ত্রের আদ্যক্ষর হইল প্রণব। সৃষ্টির প্রারম্ভে অদ্বিতীয় পরমব্রহ্ম বিশ্বরচনা করিবার এবং স্বয়ং বহু হইবার ইচ্ছা করিলে তাঁহার অভ্যন্তর হইতে সম্মতিসূচক যে গভীরধ্বনি নির্গত হইয়াছিল—তাহাই ওঙ্কার। ইহাই নাদ নামে অভিহিত। ইহারই পরে মহাব্যাহৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ভূঃ' এই শব্দ হইতে পৃথিবীর আরম্ভ, এইরূপ 'ভুবঃ' ও 'স্বঃ' এই শব্দদ্বয় হইতে অন্তরিক্ষ ও স্বর্গের সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল। তাঁহার প্রাথমিক উচ্চারণ সম্ভূত এই শব্দ চারিটি চির পবিত্র—মন্ত্ররূপে স্বীকৃত হইয়াছে। মন্ত্র শব্দের অর্থ হইল—'মননাৎ ত্রায়তে' যাহা মনন অর্থাৎ অভ্যাস করিলে এই সংসার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহাই মন্ত্র। বহু সাধক এইরূপ অভ্যাস যোগ দ্বারা

ত্রাণ পাইয়াছেন বলিয়া মন্ত্রের মন্ত্রত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এই জন্য যে কোন শব্দ 'মন্ত্র' স্বরূপ হইতে পারে না।

ভারতের এই সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য-বার্ত্তা কোন সময়ে ভারতের বহির্ভাগেও প্রচারিত হইয়াছিল এই জন্য বাইবেল গ্রন্থেও লেখা আছে যে,—"সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল শুধু শব্দ এবং সেই শব্দ ভগবানের নিকটেই ছিল।"—ইহা লিখিত থাকিলেও কোন্ শব্দ যে ভগবৎ প্রবর্ত্তিত, তাহার উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে নাই। সে কথা—আমাদের শাস্ত্রেই আছে এবং সেই প্রথম শব্দ যে ওঙ্কার ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই উদ্বোষিত। এমন কি—সাহিত্যেও উক্ত হইয়াছে—"আসীন্মহীক্ষিতামাদ্য প্রণবশ্ছন্দসামিব" (রঘুবংশ) সমস্ত বেদের পুরোভাগে এই ওঙ্কার অবস্থিত থাকায়—ইহার অধিকার বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ আছে। ওঙ্কার সর্ব্বসাধারণের যে উচ্চার্য্য নহে, তাহা এই গ্রন্থে প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে—

লভেছেন ব্রাহ্মী দীক্ষা যেই মহাজন
এ গীতি অমৃতদান করিবে তাঁহারে।
অহঙ্কারবশে অন্যে করিলে পঠন
যাবেন ডুবিয়া তিনি অশুভ পাথারে॥

বর্ত্তমানসময়ে—অনেক সুধীব্যক্তিও এইরূপ অধিকার বিচারকে অন্যায় ও অবিচার মনে করেন। দ্বিজ বর্ণের এবং স্ত্রী ও দ্বিজেতর জাতির এই ভেদকে তাঁহারা সঙ্কীর্ণ চিত্তের অভিব্যক্তি মনে করেন। বস্তুতঃ যদি শাস্ত্র

আমাদের মান্য হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রের সর্বাংশ মান্য করাই উচিত। বেদ ও প্রণবোচ্চারণে যে পবিত্রতা আসে, তাহাও শাস্ত্রের কথা, বেদ ও প্রণবোচ্চারণে অনধিকারীর যে অশুভ হয়, তাহাও শাস্ত্রের কথা, প্রথমাংশ মান্য করিব দ্বিতীয়াংশ মানিব না, ইহা অযৌক্তিক। স্ত্রী ও দ্বিজেতরের পক্ষে যে বেদমন্ত্রও উচ্চারণযোগ্য নহে, ইহা উপনিষদে তন্ত্রে ও পুরাণে সর্বত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্ত্রে ইহার সমাধান দেওয়া আছে—সে সমাধান হইতেছে যে—

'নমস্কারেণ মন্ত্রেণ পঞ্চযজ্ঞান্ন হাপয়েৎ।
চতুর্দ্দশস্বরো দেবি শূদ্রাণাং প্রণবঃ স্মৃতঃ॥"*

'নমঃ' এই শব্দ অথবা চতুর্দ্দশ স্বর অর্থাৎ 'ঔং' ইহাই হইল দ্বিজেতর ও স্ত্রীলোকের প্রণব।

শাস্ত্র সকলের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদা পথ দেখাইয়াছেন। যদি কোন দ্বিজেতর বা স্ত্রী এই মধুর 'ওঙ্কার সহস্রগীতি' পাঠের প্রলোভন রোধ করিতে না পারেন তাহা হইলে তন্ত্রের ঐ নির্দ্দেশ অনুসারে ওঁ স্থলে 'নমঃ' 'নমঃ' করিবেন —অথবা 'ঔঁ' পাঠ করিয়া লইবেন, তাহাতে গুরুনির্দ্দেশ ও শাস্ত্রানুশাসন উভয়ই মান্য করা হইবে।

বেদপাঠের নিষেধের কারণ সহজ বুদ্ধিতেও বুঝিতে কষ্ট হয় না। বেদপাঠ করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক

---

* চতুর্দ্দশস্বরো যোঽসৌ সেতুরৌকারসংজ্ঞিতঃ। স চানুস্বারনাদাভ্যাং শূদ্রাণাং সেতুরুচ্যতে। তন্ত্রসারধৃতকালিকাপুরাণবচনম্।

অক্ষর উচ্চারণ শুদ্ধভাবে করিতে হয়। তাহা করিতে গেলে কর্ম্মান্তর করা চলে না। বেদকেই জীবনের ধ্যান জ্ঞান করিয়া বেদের প্রত্যেক অক্ষরটির উচ্চারণ ও প্রত্যেক পদের অর্থ বিশুদ্ধভাবে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ সাধনায় নিরত ব্যক্তির অন্য চিন্তা বা অন্নচিন্তায় মগ্ন হইলে বেদপাঠ ব্যাহত হইবে। এজন্য শাস্ত্রের বিধান —'নিষ্কারণং ব্রাহ্মণেন ষড়ঙ্গে বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি' —ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিবে বিনা কারণে। অর্থাদির অপেক্ষা থাকিবে না। এজন্য বেদের দুইটি রূপ আছে—একটি শব্দাত্মক আর একটি অর্থাত্মক। বেদ শব্দগুলি উচ্চারণেই স্ত্রী-জাতি ও দ্বিজেতরের পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু বেদের অর্থসম্পদ পুরাণ, তন্ত্র ও আর্ষস্তোত্রগুলির মধ্য দিয়া সকল জাতির কল্যাণার্থ প্রচারিত হইয়াছে। বেদের যে আধ্যাত্মিক অর্থ ভারতের বৈশিষ্ট্য, তাহা বেদ-বাক্য উচ্চারণ না করিলেও পুরাণ তন্ত্রাদির বিশাল কলেবরে প্রকাশ পাইয়াছে। সেখানে স্ত্রী ও দ্বিজেতর জাতির অধিকার আছে।

বস্তুতঃ বেদপাঠ করিলে যদি জগতের সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়া যাইত, অন্ততঃ সংসার যাত্রার পক্ষে বিশেষ কিছু সুবিধা হইত, তাহা হইলে তাহা কোন জাতির পক্ষেই নিষিদ্ধ হইত না। কিন্তু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এখনও দরিদ্র এবং বহু ব্রাহ্মণ বেদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এই জীবিকাসমস্যার সমাধান হয় না বলিয়াই। এইরূপ বেদের প্রথমাক্ষর ওঙ্কার সাধনা ও সর্ব্বস্বত্যাগীর নিকটেই সিদ্ধিলাভ করে।

সংসারী ব্রাহ্মণও ওঙ্কার সাধনার প্রকৃত অধিকারী নহেন, তবে, ওঙ্কারের স্বরূপ জ্ঞান করিয়া যদি কোন ব্রাহ্মণ রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাহা জীবনের পরম ও চরম লাভ, এজন্য ওঙ্কার সাধনার আবশ্যকতা আছে। শাস্ত্র মতে সন্ন্যাসীই ওঙ্কারের উপাসনা করিয়া থাকেন।

"ওমিত্যেদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত"—(ছান্দোগ্য ১।১।) এই মন্ত্রেই ছান্দোগ্য উপনিষদের আরম্ভ এবং এই ওঙ্কারের উপব্যাখ্যানই ছান্দোগ্যের বৈশিষ্ট্য।

ইহারই প্রতিধ্বনি গীতায় প্রকাশিত—ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্। যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

পরমাগতি লাভের উপায়ই হইল ওঙ্কার সাধনা। ইহার অপব্যবহার নিষেধের জন্যই শাস্ত্রে অধিকারিনির্ণয় করা হইয়াছে এবং গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ংও পাঠককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

ওঙ্কারের স্বরূপ নির্ব্বাচন করিতে যাইয়া শাস্ত্র অ+উ +ম্ এই তিন অক্ষরের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং অকারে বাসুদেব, উকারে শিব ও মকারে ব্রহ্মা—অর্থাৎ এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি সংহার শক্তির বীজস্বরূপে প্রণবকে গ্রহণ করা হইয়াছে। শিবপূজায় যে 'বম্' 'বম্' শব্দ করা হয় উহাও প্রণবেরই রূপান্তর মাত্র। শিবের প্রাধান্য দিবার জন্য উকারকে অগ্রগামী করিয়া উ+অ+ম্=বম্ এরূপ ক্রম ধরা হইয়াছে। শক্তি সাধনায়—উমানামের অর্থ নির্বাচনে

উ+ম+অ=সেই তিনটি অক্ষরই আসিয়া পড়ে, সুতরাং 'কেনোপনিষদে' "উমাং হৈমবতীং বহুশোভমানাম্"—এই উমা যে ব্রহ্মস্বরূপিণী ইহাও সূচিত হইয়াছে। তাহা হইলে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে—যে কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত কি শৈব যে কোন উপাসক এই বিশ্বের মূলভূত সূক্ষ্মশব্দাত্মক ওঙ্কারের উপাসনা করিয়া থাকেন। এ সকল কথা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে, তথাপি পাঠকের অনায়াসে বোধের জন্য সংক্ষেপে ভাবার্থ প্রদান করিলাম।

আজ 'ওঙ্কার সহস্রগীতি' সেই ভাবধারাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য প্রকাশিত হউক, জগতে আনন্দলহরী উত্থিত হউক, শোকদুঃখবহুল সংসারে শান্তিবারি বর্ষিত হউক, ইহাই আমার অন্তরের কামনা।

শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

১৫ই ফাল্গুন — অধ্যক্ষ, ভট্টপল্লী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

১৩৬১ — ও

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীবৈদ্যনাথো বিজয়তে

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

প্রস্তাবনা

"ওঁকার সহস্রগীতি"-নামকং পুস্তকমিদমন্বর্থ-নাম্নৈব লোকানাং হৃদয়মধিতিষ্ঠতি। অস্য রচয়িতারো জগদ্‌বন্দ্যা মহাত্মানঃ শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথেতি প্রসিদ্ধাঃ সন্তি। পুরীধামস্থ শ্রীমন্দির-নীলাচলাশ্রমে প্রায়ো বাচংযমব্রত-ধারণসময়ে গ্রন্থমিমং রচিতবন্তঃ। গ্রন্থস্যাস্য নির্মাণং ভক্তজনস্য সরলয়া পদ্ধত্যা যথাধ্যাত্মিকজগতো রসাস্বাদঃ স্যাদিত্যভিপ্রায়েণাভূৎ। এতে মহাপুরুষাঃ স্বান্তঃকরণে যত্তত্ত্বং সম্যগুপলব্ধবন্ত-স্তদেব মানবকল্যাণায় বাক্যবিন্যাসেন পদ্যনয্যা বাণ্যা বা প্রকাশয়ন্তি, ইতি প্রায়ো ভক্তানাং চেতসি প্রকাশিতমেব। ইমে সাম্প্রতং বর্ষমেকং সার্দ্ধচতুরো মাসাংশ্চাভিব্যাপ্য বাচংযমব্রতং ধারয়ন্তো লোকাদ্‌ বিচ্ছিন্নসংপর্কাঃ 'খণ্ডবা' মণ্ডলান্তর্গত-'মান্ধাতা'-নামকস্য গিরেঃ সন্নিধৌ ওঁকারেশ্বরনাম্নি স্থানে ওঁকারেশ্বরস্য জ্যোতীরূপস্য শিবস্য মন্দিরস্যান্তিকে

স্থানে নর্মদা-নগ্যান্তটমধিতিষ্ঠন্তঃ স্থিতপ্রজ্ঞাঃ সমাধিস্থা ব্যুত্থানকালেঽপি বিশ্বজনীনাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং প্রযতমানাঃ কালং যাপয়ন্তি স্ম।

আধ্যাত্মিকতত্ত্বং সুগমমার্গেণ ভক্তজনানাং হৃদয়ে সন্নিবেশয়িতুং লব্ধ কৌশলা ইমে মহাত্মানো যদ্‌ধ্যায়ন্তি, তদেব বাচা বিশদয়ন্তি। প্রথমং তাবৎ সনাতনধর্ম্মে বিশ্বাসো যুগপ্রভাবেণ ক্ষীণতামুপগতঃ। তত্রাপি অন্ধবিশ্বাসেন বেদশাস্ত্রপুরাণাদৌ কৃতশ্রমা বিদ্বাংসো বাক্যার্থবোধমেব লভন্তে। শাব্দবোধীয়— বিষয়স্য বস্তুনঃ সত্তা ব্যবহারিকে জগতি নাস্তি, অস্তি বা ইতি সন্দেহঃ প্রত্যক্ষপ্রমাণজন্যতয়া আজীবনং তিষ্ঠতি মানবস্য।

কস্মিংশ্চিন্মহাত্মনি বাহ্যলক্ষণেন কিয়াংশ্চনা-ধ্যাত্মিকপ্রভাবঃ প্রতিফলিতত্বেন দৃষ্টোঽপি স্বস্মিন্ ন কিমপি বৈশিষ্ট্যং জনয়তি। স্বয়ংসিদ্ধা যোগিনো মহাত্মানস্তু শাস্ত্রাণ্যধীত্য তদেব বস্তু অপরোক্ষানু-ভূত্যা সম্যগীক্ষমাণাঃ পরানপি তদাসক্তচেতসো দর্শয়ন্তি। "মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।" "অসতো মা সদ্‌গময়।" "তমসো মা জ্যোতির্গময়।" ইত্যেতাঃ শ্রুতয়োঽলীকং মিথ্যাভূতং বা বস্তু ন দর্শয়ন্তি। বস্তুস্থিতিমবলম্ব্যৈব শ্রুতিরেবমুদ্‌ঘোষয়তি।

মৃত্যোঃ সংসারাদমৃতত্বং প্রাপ্তিলোকে জীবদ্দশায়ামেব সম্ভাব্যতে। অসতস্ত্রৈকালিকবিনাশবতো জগতঃ সকাশাৎ সতো ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তিরপি লোকেঽস্মিন্নেব ইষ্যতে। তমসোঽবিদ্যাতো জ্যোতিষ্ট্প্রাপ্তিরপি হৃদয়ে অলৌকিক্যা দৃষ্ট্যেষ্যতে ন তু পরস্মিন্ জন্মনি, স্বর্গাদিলোকে ইষ্যতে। এতচ্চ সর্ব্বং মহাত্মনাং যোগসিদ্ধমস্তি।

ছান্দোগ্যোপনিষদি ধৃতেয়ং শ্রুতিঃ ওঙ্কারোপাসনায়াঃ ফলং দর্শয়তি। "ওমিত্যেদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত। ওমিতিহ্যুদ্গায়তি, তস্যোপব্যাখ্যানম্।"

অস্যা অয়মর্থঃ—'ওম্' ইত্যেতদক্ষরং বর্ণাত্মকং পরমাত্মনো নিকটতমমভিধানম্ পরমাত্মনো বাচকঃ শব্দোঽস্তি। ওমিত্যেতদক্ষরে লোকেনোচ্চারিতে পরমাত্মা প্রসীদতি। যথা প্রিয়নামগ্রহণে লোকঃ প্রসীদতি। অস্যাং শ্রুতৌ 'ওম্' ইত্যেনেন শব্দস্বরূপং বোধ্যতে, তেন ওমিত্যেতদ্ অক্ষরং পরমাত্মনঃ প্রতীকং সম্পদ্যতে। যথা চন্দনপুষ্পাদিভিঃ ইষ্টদেবস্যার্চনং প্রতীকোপসনমুচ্যতে, তথা 'ওম্' ইত্যক্ষরোচ্চারণং পরমাত্মনঃ প্রতীকোপাসনং ভবতি। ইত্থং পরমাত্মনো নামত্বেন প্রতীকত্বেন চ তদুপাসনস্যেদং শ্রেষ্ঠং সাধনং ভবতি। অতএব গায়ত্র্যাদিজপে,

যজ্ঞাদৌ কর্ম্মণি মন্ত্রপাঠে, স্বাধ্যায়াদৌ চ আদৌ অন্তে চ ওঙ্কারোচ্চারণমাবশ্যকং বোধ্যতে।

তদুক্তম্—

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥১

ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদ্ আদাবন্তে চ সর্ব্বদা।
স্রবত্যনোঙ্কৃতং সর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি ॥২॥

সর্ব্বা বিধানপূর্ব্বিকা যজ্ঞ-দান-তপশ্চর্য্যাদিক্রিয়াঃ ওঙ্কারোচ্চারণ-পুরঃসরাঃ প্রবর্ত্তন্তে। অতো ব্রাহ্মণ আদৌ অন্তে চ সর্ব্বদা প্রণবমুচ্চারয়েৎ। স্বাধ্যায়াদৌ যদি মন্ত্রোচ্চারণাৎ পূর্ব্বমোঙ্কারং নোচ্চারয়েত্তদা ক্রিয়া স্রবতি ক্ষীয়তে। এবং পরস্তাদ্ অনুচ্চারিতোঙ্কারো মন্ত্রঃ ফলপ্রদো ন ভবতি। অতঃ "ওঙ্কার সহস্রগীতি" পুস্তকপাঠেন তস্মননেন ধ্যানেন চাবশ্যং শ্রেয়ঃ প্রেয়শ্চ মানবঃ প্রাপ্স্যতীতি মে বিশ্বাসঃ। ওঙ্কারসহস্রগীতৌ মনোযোগস্তু মহাত্মনামাশীর্ভিরাগমিষ্যতি।

"ইহা শ্রেষ্ঠ আলম্বন, পরাপর ব্রহ্মাঘন।
এই আলম্বনে মিলে ওঁ নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ।
জানিয়া এই আলম্বন হয়েন সাধকজন।
মহীয়ান্ ব্রহ্মলোকে ওঁ নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ।"

আভ্যাং পদ্যাভ্যামবশ্যং প্রতীকোপাসনায়াঃ ফলং সম্যগবগতং ভবতি। কিমধিকং বিজ্ঞেষু।'

ইতি শ্রীচরণাশ্রিত

শ্রীহরিনন্দন ঝা ব্যাকরণ-মীমাংসা-
ন্যায়াচার্য্যস্য, অধ্যাপকস্য।

সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা।

ইং ২।৫।৫৫

বঙ্গানুবাদ—'ওঙ্কার সহস্রগীতি' নামক পুস্তকখানি সার্থকভাবেই জনগণের হৃদয়ে স্থান পাইতেছে। ইহার রচয়িতা বিশ্ববন্দ্য মহাত্মা—শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ এই নামে প্রসিদ্ধ। পুরীধামস্থিত শ্রীমন্দির নীলাচলাশ্রমে মৌনব্রত অবলম্বনকালে তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। ভক্তগণ যাহাতে সরল পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিকজগতের রস আস্বাদন করিতে পারেন—এই উদ্দেশ্য লইয়াই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। এই মহাপুরুষ যেই তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া থাকেন তাহাই মানবকল্যাণের জন্য বাক্যবিন্যাস দ্বারা গদ্য বা পদ্যময়ী ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকেন—ইহা ভক্তগণের চিত্তে প্রায়ই উপলব্ধ হইয়া থাকে। ইনি সম্প্রতি একবৎসর সাড়ে চারিমাস কাল মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক

জনসাধারণের সম্পর্ক হইতে বিছিন্ন হইয়া "খাণ্ডোয়া" জেলায় 'মান্ধাতা'-নামক পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী নর্ম্মদাতীরস্থ জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বর শিবের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী ওঙ্কারেশ্বর নামক স্থানে স্থিতপ্রজ্ঞ ও সমাধিস্থ হইয়া কাটাইতেছেন। ব্যুত্থান-সময়ে-ও বিশ্বজনের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য যত্নবান হইয়া কাল কাটাইয়া থাকেন। আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব অতি সহজভাবে ভক্তগণের হৃদয়ে পরিস্ফুট করিবার কৌশল তিনি জানেন। তিনি যাহা হৃদয়ে চিন্তা করেন তাহাই বাক্যে পরিস্ফুট করেন। প্রথমতঃ কালপ্রভাবে সনাতন ধর্ম্মের প্রতি লোকের বিশ্বাস ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে আবার যে সকল পণ্ডিতব্যক্তি অন্ধ বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হইয়া বেদ, শাস্ত্র, পুরাণাদির অনুশীলন করেন তাঁহারা কেবল ঐ সকলের বাক্যার্থমাত্র উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শাব্দবোধীয় বিষয়ক বস্তুর সত্তা ব্যবহারিক জগতে আছে কি নাই—ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয়ীভূত বলিয়া মানবের এই সন্দেহ আজীবন থাকিয়াই যায়।

কোন কোন মহাত্মার মধ্যে বাহ্যলক্ষণদ্বারা কতক পরিমাণে আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রতিফলিত হইতে দেখা গেলেও ইহাতে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য উৎপাদন করে না।

স্বয়ংসিদ্ধযোগী মহাপুরুষগণ শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিয়া সেই বস্তুই পরমাত্মা—অপরোক্ষানুভূতিদ্বারা ইহা

সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তদাসক্ত চিত্ত অন্যসকলকেও ইহার উপলব্ধি করাইয়া থাকেন।

"মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়"। "অসতো মা সদ্‌গময়।" "তমসো মা জ্যোতির্গময়।"—এই সকল শ্রুতি অলীক বা মিথ্যাভূত বস্তুর নির্দ্দেশ করেন নাই। বস্তুর সত্তা অবলম্বন করিয়াই শ্রুতি এইরূপ ঘোষণা করিয়া থাকেন।

মরজগৎ হইতে অমৃতত্বপ্রাপ্তি এই সংসারে জীবদ্দশাতেই সম্ভাবিত হইয়া থাকে। ত্রৈকালিক বিনাশশীল অসৎ জগৎ হইতে সৎ ব্রহ্মের প্রাপ্তি এই সংসারেই হইয়া থাকে। তমোময়ী অবিদ্যা হইতে হৃদয়ে জ্যোতিঃস্বরূপত্ব প্রাপ্তি-ও অলৌকিক দৃষ্টিদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরজন্মে স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছা-ও এই জন্মে করা হইয়া থাকে। এই সমুদয়ই মহাপুরুষগণের যোগসিদ্ধ বিষয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে এই শ্রুতিটি ওঁকার উপাসনার ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন—"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত। ওমিতি হ্যুদ্‌গায়তি, তস্যোপব্যাখ্যানম্।"

ইহার অর্থ এই—'ওম্' এই বর্ণাত্মক অক্ষর পরমাত্মার নিকটতম অভিধান, ইহা পরমাত্মার বাচক শব্দ। 'ওম্' এই অক্ষরটি উচ্চারণ করিলে পরমাত্মা প্রীত হন—যেমন লোকসাধারণ প্রিয়নাম উচ্চারণ করিলে প্রীত হইয়া থাকেন। এই শ্রুতিতে 'ওম্'-দ্বারা শব্দের স্বরূপ বুঝায়। সুতরাং 'ওম্'—এই অক্ষর পরমাত্মার প্রতীক—ইহাই

প্রতিপাদিত হইতেছে। যেমন চন্দন, পুষ্প প্রভৃতিদ্বারা ইষ্টদেবের যে অর্চনা করা হয় তাহাকে প্রতীকোপাসনা বলে, তদ্রূপ 'ওম্'—এই অক্ষরের উচ্চারণ পরমাত্মার প্রতীকোপাসনা বলিয়া গণ্য হয়। এইরূপে ইহা নামরূপে এবং প্রতীকরূপে পরমাত্মার উপাসনার শ্রেষ্ঠ সাধন। এইজন্যই গায়ত্র্যাদি জপে, যজ্ঞাদি কর্ম্মের মন্ত্রপাঠে এবং বেদপাঠাদিতে,—আদি ও অন্তে ওঙ্কার উচ্চারণের আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়। এইরূপ উক্ত আছে—

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥১॥
ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদ্ আদাবন্তে চ সর্ব্বদা।
স্রবত্যনোঙ্কৃতং সর্বাং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি ॥২॥

—যজ্ঞ, দান, তপশ্চর্য্যা প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত সমুদয় ক্রিয়াই ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক করা হয়। অতএব সকলের আদিতে ও অন্তে ব্রাহ্মণ প্রণব উচ্চারণ করিবেন। বেদ পাঠাদিতে যদি ওঙ্কার উচ্চারণপূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ না করা হয় তবে সেই ক্রিয়া নষ্ট হয়। এইরূপ মন্ত্রের পশ্চাতে-ও যদি ওঙ্কার উচ্চারণ করা না হয় তাহা হইলে সেইমন্ত্র ফলদায়ক হয় না।

অতএব 'ওঙ্কার সহস্রগীতি' পুস্তক পাঠ এবং উহার মনন ও ধ্যানের দ্বারা মানব শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ লাভ করিবে—ইহাই আমার বিশ্বাস। মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদেই ওঙ্কার সহস্রগীতিতে মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে।

"ইহা শ্রেষ্ঠ আলম্বন পরাপর ব্রহ্মঘন।
এই আলম্বনে মিলে ওঁ নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ।
জানিয়া এ আলম্বন হয়েন সাধকজন।
মহীয়ান্ ব্রহ্মলোকে ওঁ নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ।"

এই দুইটি পদ্য-দ্বারা নিশ্চয়ই বিশদভাবে প্রতীকোপাসনার ফল সম্যক্ অবগত হওয়া যায়।

বিজ্ঞব্যক্তিগণকে আর অধিক কি বলিবার আছে!

ইতি শ্রীচরণাশ্রিত

শ্রীহরিনন্দন ঝা, ব্যাকরণ-মীমাংসা-ন্যায়াচার্য্য,
অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা
ইং ২।৫।৫৫

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঁকার সহস্রগীতি

নমো বেদাদিরূপায় ওঙ্কারায় নমো নমঃ।
রমাধরায় রামায় শ্রীরামায়াত্মমূর্ত্তয়ে ॥

কামতোঽকামতোবাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্।
তৎ সর্ব্বং ত্বয়ি সন্ন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্ ॥

যো গূঢ় সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বভূতানি শাস্তি যঃ।
সর্ব্বভূত স্বরূপন্তম্ ওঙ্কারং প্রণমাম্যহম্ ॥

শ্রীমন্দির
নীলাচল আশ্রম
৺পুরীধাম
২৭।২।৫৮

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

—০—

বেদান্তাম্ভোজ সজ্ঘানাং
ভাস্করায় প্রকাশিনে।
নির্ম্মলাত্ম স্বরূপায়
প্রণবায় নমোনমঃ ॥

॥শ্রীঃ॥

জয়গুরু

প্রার্থনা

প্রিয়তম !

অসৎ হইতে মোরে লয়ে চল সতে।
আলোকে লইয়া চল আঁধার হইতে॥
মিলাও অমৃতে নাথ নাশিয়া মরণ।
জ্যোতির্ম্ময় দয়া করি দাও দরশন॥
অমৃত ধারক যেন হতে পারি আমি।
উপযুক্ত কলেবর কর মোর তুমি॥
রসনা রটুক সদা সুমধুর নাম।
শ্রবণ করুক কর্ণ তব গুণ গ্রাম॥
প্রতিভাত হও নিত্য মানসে আমার।
তুমি ময় করে' লও প্রেম পারাবার॥
সদানন্দময়ি মাগো তোমার চরণে।
নিলাম শরণ আমি কায় বাক্য মনে॥
জগৎ কল্যাণ কর লহ নমস্কার।
আমার আমিরে তোরে দিনু উপহার॥
আমি তব আমি তব তুমি মা আমারি।
বুকে করে' রাখ মোরে দিবা বিভাবরী॥

জয়গুরু

ত্রিকালকরণীয়া

১।১।৫৮
শ্রীরামনবমী

ওঁ নমো ব্রহ্মরূপায় শান্তায়
সমত্বেন সদোদিতায়
পূর্ণায় চিদ্‌বিলাস-
বিলাসায় ওঙ্কারায় নমঃ।

অর্দ্ধমাত্রামমাত্রাঞ্চ
দেবতাং বিজনোজ্জ্বলাম্
ওঙ্কাররূপিণীং দেবীং
নিত্যং বন্দে সুনির্ম্মলাম্।

প্রণবঃ পরমং ব্রহ্ম প্রণবঃ পরমঃ শিবঃ।
প্রণবঃ পরমো বিষ্ণুঃ প্রণবঃ সর্ব্বদেবতা॥

ওঙ্কারঃ পরমং ব্রহ্ম ওঙ্কারঃ পুরুষোত্তমঃ।
ওঙ্কারায় নমস্তস্মৈ ওঙ্কারায় নমো নমঃ॥

ওঙ্কারায় বিদ্মহে ভবতারায় ধীমহি
তন্নঃ প্রণবঃ প্রচোদয়াৎ॥

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

॥ শ্রীঃ ॥

৺পুরীধাম
দশহরা

উৎসর্গ

হে গুরো !

তোমার দেওয়া ওঙ্কার সহস্রগীতি তোমাকেই উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮
শ্রীমন্দির
নীলাচল আশ্রম

তোমার
সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
১লা অগ্রহায়ণ ১৩৬১

অধিকারী

লভেছেন ব্রাহ্মীদীক্ষা যেই মহাজন।
এ গীতি অমৃত দান করিবে তাঁহারে॥
অহঙ্কার বশে অন্যে করিলে পঠন।
যাবেন ডুবিয়া তিনি অশুভ পাথারে॥
ক্রোধ লোভ বৃদ্ধি হবে ক্রোধী ও লোভীর।
কামীর বাড়িবে কাম ইহার মননে।
সগুণ সাক্ষাৎকারী জীবন্মুক্ত ধীর॥
হবেন বিদেহমুক্ত এঁর অনুধ্যানে।

—০—

পাঠক্রম

১ম ও ২য় চরণে সিকিমাত্র বিরাম, তৃতীয় চরণ ওঙ্কারে আধমাত্রা বিরাম, চতুর্থ চরণে মিল হবে।

সর্ব্বত্র তৃতীয় চরণের ওঙ্কারটীতে বিশ্রাম দিয়ে ৪র্থ চরণ পড়্‌তে হবে।

৭টি ওঙ্কার উচ্চারণ কালে দেহস্থিত সপ্তচক্রে ধ্যান দিতে হবে।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ শ্রীমন্দির

২৭।১।৫৮

ওঁকার সহস্রগীতি

পরব্রহ্ম পরাৎপর বাক্য মন অগোচর।
এক অদ্বিতীয় তুমি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥১॥
নির্গুণা প্রকৃতি সনে, দৃঢ় বদ্ধ আলিঙ্গনে।
সম্মিলিত ছিলে আগে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥২॥
বহু হব জনমিব, জাগিল বাসনা তব।
শব্দ ব্রহ্ম রূপ হলে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৩॥
মহাকাশ মুখরিত করিয়া হ'লে ধ্বনিত।
হে মোর পরাণ-প্রিয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৪॥
অনবধি জ্যোতিঃ হয়ে, বিশ্বহীন বিশ্ব ছেয়ে।
হইলে প্রকাশ তুমি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৫॥
আলোক হইতে পরে, সলিল শরীর ধরে।
বাহিরিলা প্রাণারাম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৬॥
ধরণী ধরিয়া দেহ, উদিলে মহা বিদেহ।
হে ওঁকার বাসুদেব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৭॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহদল, সাজিলে তুমি সকল।
তুমিই ইন্দ্রিয়গণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৮॥
পার্থিব যা কিছু হেথা, নর নারী বৃক্ষলতা।
পশু পক্ষী সব তুমি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৯॥
নদ নদী সরোবর, পারাবার ধরাধর।
অখিল বিগ্রহ তব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥১০॥

কঠোপনিষৎ

(২)

চারি বেদ সমাদরে, যাঁরে প্রতিপন্ন করে।
সেই প্রাপ্য বস্তু তুমি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
নিখিল তপস্যাচয়, যাঁহার বারতা কয়।
তপোলভ্য মহারত্ন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
যাঁরে লভিবার আশে, ব্রহ্মচারী গুরুপাশে।
আচরায় ব্রহ্মচর্য্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
তুমিই সেই ওঙ্কার, সকলের মূলাধার।
তোমারই বিকাশ বিশ্ব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
পরব্রহ্ম এ অক্ষর, ইনিই পুনঃ অপর।
পরাপর দুই ইনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
বলেন বিবুধগণে, ইঁহারে এরূপ জেনে।
উপাসনা করে যেই ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
সে সেবক যাহা চায়, অবশ্যই তাহা পায়।
সংশয় নাহিক ইথে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
ইহা শ্রেষ্ঠ আলম্বন, পরাপর ব্রহ্মধন।
এই আলম্বনে মিলে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
জানিয়া এ আলম্বন, হয়েন সাধকজন।
মহীয়ান্ ব্রহ্মলোকে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
এই ভাবে কঠশ্রুতি, গেয়েছেন তব গীতি।
হে মোর অন্তরতম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

(৩)

গুরু অগ্রে সত্যকাম, প্রশ্ন এই অবিরাম।
করিলেন কর জোড়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
ভগবান্ কোনোজন ধ্যান করে আজীবন।
দৃঢ়ভাবে প্রণবের ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
কোন লোক সেই নরে, পারে সুখে জিনিবারে।
বলুন আমারে গুরো ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
পিপ্পলাদ গুরু ক'ন, শুন ওরে বাছাধন।
পরাপর ব্রহ্ম এই ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
ওঙ্কারে এরূপ জেনে, জ্ঞান্‌বান একমনে।
যাঁরে চায় পায় তাঁরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
একমাত্রা প্রণবেরে, সদা যেই ধ্যান করে।
সেই অনুধ্যান-বলে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
সত্বর পৃথিবীপর, লভে নর কলেবর।
তাঁকে ঋক্ মন্ত্রগণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
আনেন মনুষ্যলোকে, সেথায় পরম সুখে।
তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
আর শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে, সকলের পূজা পেয়ে।
অনুভবে মহিমায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
অকার পৃথিবী হ'ন, তিনি ঋক্ শ্রুতি কন।
অকার মিলায় মহী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

(৪)

দ্বিতীয় মাত্রা উকারে, যদি কেহ ধ্যান করে।
অনুদিন নিরন্তর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
সোমদেব অধিষ্ঠিত মানসে সে সুনিশ্চিত।
আত্মভাব প্রাপ্ত হয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
দেহান্তে লভয়ে ত্বরা, যজুর্মন্ত্রগণ দ্বারা।
অন্তরীক্ষ সোমলোক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জিয়া সেথা, পুনঃ ফিরে আসে হেথা।
উকার সেবক সেই ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
অ উ ম ত্রিমাত্রা যুক্ত, ওঁকারে যে মহাভক্ত।
সেই সে পুরুষোত্তমে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
অনুক্ষণ করে ধ্যান, তার ফলে সে বিদ্বান্।
হয়ে যান নাদময় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যসনে রহে চির সম্মিলনে।
সর্প যথা ত্যজে ত্বক্ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
অবিকল সেই মত, পাপ হতে বিনির্মুক্ত।
হয় সেই উপাসক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
সাম মন্ত্রগণ তাঁকে, লয়ে যান ব্রহ্মলোকে।
জীব ঘন হ'তে সেই ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
পুরীশায়ী পরাৎপার সুখে বিলোকন করে।
দুটী শ্লোক সে বিষয়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

(৫)

মাত্রা ত্রয় ওঙ্কারের, ভিন্ন হোলে মরণের।
কবলিত হয় নিত্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
জাগরিত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি স্থান যাঁহার।
সেই 'অ' 'উ' 'ম'কারের ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
একত্র করিলে ধ্যান পায় ধ্যাতা পরিত্রাণ।
জানেন যে জন ইহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
নাদ ও জ্যোতিঃস্পন্দন করে তাঁরে অকম্পন।
নিত্যানন্দে র'ন তিনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
ঋক্ মন্ত্রগণ দ্বারা লাভ করে এই ধরা।
অন্তরীক্ষ যজুর্মন্ত্রে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
ব্রহ্মলোক অনুপম, উপাসকে দেন সাম।
জানেন সুমেধা জন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
ওঁকারের আলম্বনে লভে জ্ঞানী তিনস্থানে।
আর যাহা জরাহীন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
শান্ত অমৃত অভয়, সর্ব্বোত্তম শুভময়।
এ ওঙ্কার আয়তনে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
প্রাপ্ত হন অনায়াসে, শেষে যান তাঁতে মিশে।
জলেতে জলের মত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
ওঙ্কারে গড়া সংসার, আছেন মাত্র ওঙ্কার।
ওঙ্কারই সর্ব্বময় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

(৬)

মুণ্ডকোপনিষৎ

সুপ্রসিদ্ধ শ্রুতি কহে, মহা অস্ত্র ধনু করে।
করিয়া গ্রহণ সৌম্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
উপাসা শাণিত শর, যোজি তাহে অতঃপর।
কর বিদ্ধ চিরতরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
ওঙ্কারই শরাসন, জীবাত্মা হয়েন বাণ।
লক্ষ্য সেই পর ব্রহ্ম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
হইয়া প্রমাদহীন, বিদ্ধ কর হে প্রবীণ।
বাণ যথা একীভূত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
হয়ে থাকে লক্ষ্য সনে, সেই মত সম্মিলনে।
নিয়ত মিলিত থাকো ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
রথ চক্র নাভিস্থলে, থাকে যথা অরদলে।
সংহত হইয়া তথা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
যেথা নাড়ী সমুদয়, অবস্থিত সদা রয়।
জ্যোতির্ম্ময় আত্মারাম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
কামাদি বহু প্রকারে, প্রতীত হয়ে সে পুরে।
অবিরত বর্ত্তমান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
সেই আত্মা ওঙ্কারের, ধ্যান কর প্রেমভরে।
জ্যোতির্নাদে ডুবে যাবে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
অজ্ঞান আঁধার পারে, সুখেতে যাবার তরে।
হোক শুভ তোমাদের ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

(৭)

অ উ ম ওঁ এ অক্ষর, হল বিশ্ব চরাচর।
স্থূল-সূক্ষ্ম, নাম-নামী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তাঁহার, যা কিছু সব ওঙ্কার।
ভূত-ভাবী-বর্ত্তমান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
ত্রিকাল-অতীত যাহা, ওঙ্কারই জেনো তাহা।
নাহিক কিঞ্চিৎ অন্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
ব্রহ্ম হন সমুদয়, এ আত্মারে ব্রহ্ম কয়।
চতুষ্পাৎ এই আত্মা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
জাগরিত যার স্থান, বাহ্যে অনুভূতিমান্।
সপ্ত অঙ্গ সুশোভন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
ঊনিশটী মুখ যুক্ত, স্থূল ভোগে অনুরক্ত।
বৈশ্বানর আদি পাদ ওঁ,নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
সপ্তাঙ্গের বিবরণ, অধুনা কর শ্রবণ।
সেই দ্যুলোক মস্তক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
চক্ষুঃ রবি, বায়ু প্রাণ, জলবস্তি নভোবান্।
পৃথিবী চরণ দুটী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
আহবনীয় অনল, তাঁর শ্রীমুখ কমল।
সর্ব্ব জীবাত্মা বিরাট্ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
দশটী ইন্দ্রিয় আর, মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার।
চিত্ত, পঞ্চপ্রাণ মুখ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

(৮)

স্বপ্নাবস্থা ভোগস্থান, হন অন্তঃ প্রজ্ঞাবান।
সপ্তাঙ্গ উনিশ আস্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
বাসনা প্রজ্ঞার রস, ভোগকর্ত্তা যে তৈজস।
তিনিই দ্বিতীয় পাদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
বিহীন বিষয়চয়, কেবল প্রকাশময়।
প্রজ্ঞার আধার যিনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
তৈজস নাম ব্যষ্টিতে, রুক্মগর্ভ সমষ্টিতে।
অবগত হও তাঁর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
যেই কালে সুপ্তজন, না করে কিছু প্রার্থন।
রমণীয় কাম্যবস্তু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
দেখেনা কোন স্বপন, একেবারে অচেতন।
সুষুপ্তি তাহারে বলে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
সুষুপ্তি স্থান যাহার একীভূত একাকার।
কেবল প্রজ্ঞান ঘন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
শুধু অনুভূতি রূপ, আনন্দময় সে ভূপ।
অবাধে আনন্দভোক্তা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
স্বপ্ন আর জাগরণ চিত্তবৃত্তির কারণ।
চেতোমুখ সেই প্রাজ্ঞ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
তৃতীয় পাদ আত্মার, ব্যষ্টি সমষ্টিতে তাঁর।
প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বর আখ্যা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০

(৯)

ইনি হন সর্ব্বেশ্বর ইনিই সর্ব্বজ্ঞবর।
অন্তর্য্যামী হন ইনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

ইনি যোনি সকলের, এই হেতু প্রাণিদের ;
উৎপত্তি-বিলয়-স্থান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

এই পাদ নাদময়, সৃষ্টি স্থিতি নাদে হয়।
শেষে নাদে অবসান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

অনুভূতি অন্তরেতে, না করেন কোন মতে।
বাহ্যে অনুভূতিহীন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

জাগরিত স্বপনের, মধ্যাবস্থা উভয়ের।
ন'ন অনুভূতিমান্ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

নহেন প্রজ্ঞানঘন, অচৈতন্য নাহি হ'ন।
প্রাজ্ঞও নহেন যিনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

সর্ব্বজ্ঞাতা এককালে, প্রাজ্ঞ তাঁরে সবে বলে।
প্রাজ্ঞই প্রজ্ঞান ঘন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬ক॥

দর্শন ও ব্যবহার, অনুমান গ্রহ আর।
যাঁহার নাহিক হয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

চিন্তার যিনি অতীত, নির্দ্দেশ সুদূরে স্থিত।
একাত্ম প্রত্যয়সার ওঁ নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

একমাত্র আত্মা এই, প্রতয়ের গম্য যেই।
প্রপঞ্চ-বিরাম স্থান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

শান্ত শিব অদ্বিতীয়, ইনিই আত্মা বিজ্ঞেয়।
তুরীয় ভাবেন তাঁরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

(১০)

সেই আত্মা এ ওঙ্কার, মাত্রা ও রূপ তাঁহার।
আত্মার তিনটি পাদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
জাগরিত স্বপ্ন আর, সুষুপ্তি আখ্যা যাঁহার।
মাত্রা তাহা ওঙ্কারের ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
মাত্রা ত্রয় প্রণবের, অ উ ম খ্যাতি যাঁদের।
তাঁহারা আত্মার পাদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
ব্যাপ্তিশীল আদিমান্ উভয়ে হ'ন সমান।
শ্রুতি কন সে কারণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
জাগরিত হয় যাঁর, স্থান ভোগ করিবার।
সে বিরাট্ বৈশ্বানর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
প্রথম মাত্রা অকার, জানি এ মহিমা তাঁর।
আনন্দে যে করে ধ্যান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
কাম্যবস্তু সমুদয়, লাভ করে সুনিশ্চয়।
হয় আদি সবাকার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
বিশ্ব চেয়ে তৈজসের, অ হইতে উকারের।
উৎকর্ষ থাকার হেতু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
অথবা বিশ্ব প্রাজ্ঞের, অকার ও মকারের।
মাঝেতে আছেন বলি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
স্বপ্ন ভোগস্থান যাঁর, সে তৈজসই উকার।
"তারে"র দ্বিতীয় মাত্রা ওঁ,নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

২। (১)

এরূপ জানিয়া তাঁরে, যেবা উপাসনা করে।
বিজ্ঞান প্রবাহ তাঁর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ।।১।।
নিত্য হয় বিবর্দ্ধিত, শত্রু-মিত্র-সুপূজিত।
সমভাবে হন তিনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ।।২।।
অব্রহ্মজ্ঞ তাঁর কুলে, জন্মেনাকো কোন কালে।
কহেন মাণ্ডুক্য শ্রুতি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ।।৩।।
তৈজস বিশ্বপ্রলয়ে, প্রাজ্ঞেতে যান মিশায়ে।
সৃষ্টিকালে তাহা হতে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ।।৪।।
হন বলি' বহির্গত প্রাজ্ঞ দ্বারা পরিমিত।
হইয়া থাকেন দোঁহে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ।।৫।।
ওঙ্কারের অবসানে, মিশেন মকার সনে।
উচ্চারণ কালে পুনঃ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ।।৬।।
অকার আর উকার, জাত হয়ে আরবার।
মিত হবার কারণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ।।৭।।
অথবা বিশ্বতৈজস, সুষুপ্তিতে সমরস।
প্রাজ্ঞে মিশি' হন বলি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ।।৮।।
ওঙ্কার-কথন-কালে 'অ'-'উ'-মকারেতে মিলে।
যাইবার কারণেতে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ।।৯।।
সুষুপ্তি স্থান যাঁহার, সেই প্রাজ্ঞই মকার।
ওঙ্কার-তৃতীয়-মাত্রা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ।।১০।।

২। (২)

ইঁহা জানি' যেই জন, করে নিত্য আরাধন।
এই জগতের সেই ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

পরিমাপ কর্ত্তা আর, হয় লয়ের আধার।
কারণস্বরূপ নাদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

একত্বপাদ মাত্রার, জানা আছে যে জনার।
প্রযুক্ত তাঁহার দ্বারা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

মাত্রাহীন এ ওঙ্কার, তুরীয় খ্যাতি ইঁহার।
ব্যবহারের অতীত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

প্রপঞ্চ নিবৃত্তিস্থল, অদ্বৈত শিব মঙ্গল।
আত্মাই জানিও প্রিয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

এরূপ বিদিত যিনি, প্রবিষ্ট হয়েন তিনি।
স্বয়ংই পরমাত্মায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

মুক্তিকাখ্য শ্রুতিসারে, বলেছেন মহাবীরে।
ভগবান্ রামচন্দ্র ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

কৈবল্য নামক মুক্তি, প্রদানিতে আছে শক্তি।
একমাত্র মাণ্ডূক্যের ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

সর্ব্ব চিন্তা পরিহরি, ওঙ্কারে আশ্রয় করি।
নিয়ত থাকেন যিনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

তাঁহার সর্ব্বত্র জয়, হইয়া ওঙ্কারময়।
করেন আনন্দলীলা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

২।(৩)

তৈত্তিরীয়

সর্ব্ব বেদের প্রধান, বিশ্বরূপ যে মহান্।
ওঙ্কার অমৃতময় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
বেদ হতে যে অদ্ভুত, সার রূপে সমুদ্ভূত।
সেই ওঙ্কার ঈশ্বর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
মেধা মোরে করি' দান, করুন সামর্থ্যবান্।
হে দেব, কৃপায় তব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
অমৃত-ধারক হতে, পারি যেন বিধিমতে।
যোগ্য যেন হয় দেহ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
মধুরভাষিণী অতি, আমার রসনা নিতি।
হয় যেন প্রেমতম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
যেন তব কথামৃত, শুনি আমি অবিরত।
এ দুটি শ্রবণে মোর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
পর প্রণবের কোশ, হও তুমি আশুতোষ।
ব্যাপ্ত লৌকিক প্রজ্ঞায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
গুরু মুখে শ্রুত জ্ঞান, রক্ষা কর ভগবান্।
তুমিই শরণ মম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
মেধাহীন জনগণ, শাস্ত্র বিস্মৃতি কারণ।
জানিতে পারে না ব্রহ্মে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
তাহাদের জপ তরে, আর হোম করিবারে।
লক্ষ্মীকামী মানবের ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

২। (৪)

তৈত্তিরীয়

তুর্য্য অনুবাকৃস্থিত, মন্ত্র নিকর বিহিত।
হইয়াছে তৈত্তিরীয়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
করি' প্রজ্ঞা সম্পাদন, শ্রী দেবীর নিজ জন।
মোর তরে হে ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
লোমশ পশু অন্বিতা, অন্যপশু সমাবৃতা।
আন সেই শ্রীমাতারে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
বহু বসন-ভূষণ, অন্নপান আহরণ।
করিবেন তিনি মোর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
করি সুচির বর্দ্ধন, আর নিত্য সংরক্ষণ।
পালিবেন তিনি স্বাহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
ব্রহ্মচারী সমুদায়, প্রাপ্ত হউক আমায়।
চতুর্দ্দিক্ হ'তে স্বাহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
বিদ্যালাভ শেষ হ'লে, সকলে যাউক চলে।
স্ব স্ব নিকেতন স্বাহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
যথাশাস্ত্র মোর পাশে, আসুক বিদ্যার আশে।
ব্রহ্মচারিগণ স্বাহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
থাকি মোর সকাশেতে ব্রহ্মচারী বিধিমতে।
হোক্ দমযুক্ত স্বাহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
ব্রহ্মচারী সমুদয়, শিখুক মানস জয়।
আমার নিকটে স্বাহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

২। (৫)

তৈত্তিরীয়

ব্রহ্মচারী আগমনে, যশঃ যেন সর্ব্বস্থানে।
লাভ করি আমি স্বাহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধনী দলে, তোমার করুণাবলে।
হতে যেন পারি স্বাহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
কোশ স্বরূপ তোমাতে, ভগবন্ প্রবেশিতে।
পারি যেন আমি স্বাহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
ভগবন্ কৃপা করে', তুমি মোর অভ্যন্তরে।
করহ' প্রবেশ স্বাহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
সহস্র শাখা বিশিষ্ট, নদীরূপী তুমি ইষ্ট।
তোমাতে পাপকরাশি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
করিতেছি বিশোধিত, ভগবন্ শুদ্ধচিত।
কর এই দাসে স্বাহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
যথা সলিল নিচয়, ক্রম নিম্নে স্বতঃ বয়।
যেইরূপ সম্বৎসরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
অন্তর্ভুক্ত হয় মাস, আসুক মোর সকাশ।
ব্রহ্মচারিগণ স্বাহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
তুমি নাথ সবাকার, নিত্য বিশ্রাম-আগার।
প্রপন্ন আমার অগ্রে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
হও তুমি প্রতিভাত, উত্তমরূপেতে তাত।
করে' লও তুমি ময় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

২। (৬)

তৈত্তিরীয়

ওম্ এই শব্দসারে, ব্রহ্মবোধে ভক্তিভরে।
কর তুমি উপাসনা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

শব্দরূপ ওম্ দ্বারা ব্যাপ্ত বলি এই ধরা।
সব ওঙ্কার স্বরূপ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

সম্মতি-জ্ঞাপক ব'লে', ওঙ্কারে জানে সকলে।
অধিকন্তু দেবগণে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

করাও মন্ত্র শ্রবণ, বলিলে ঋত্বিক্‌গণ।
শ্রবণ করান তাহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

করি' ওম্ উচ্চারণ, গান করে সামগণ।
অতি সুমধুর সুরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

ওম্-শোম্ ইহা বলি', গীতিশূন্য ঋক্‌গুলি।
সাদরে করেন পাঠ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

অধ্বর্য্যু লক্ষ্যে হোতার, প্রতি করমে ওঙ্কার।
হর্ষে করেন কীর্ত্তন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

বলি' ওম্ যথারীতি, ব্রহ্মা দেন অনুমতি।
যজ্ঞ-অনুষ্ঠান কালে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

অগ্নি হোত্র হবনীতে, ওম্ বলি' দুগ্ধ দিতে।
অনুজ্ঞা করেন দান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

ওম্ বলেন ব্রাহ্মণ, পাব ব্রহ্ম করি' মন।
অবশ্যই পান ব্রহ্মে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি তৈত্তিরীয় ৮ম অনুবাক্।

২। (৭)

শ্বেতাশ্বতর

কাষ্ঠগত অগ্নি যথা, যায় না দেখা সর্ব্বথা।
কিন্তু তার লিঙ্গনাশ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
অবশ্যই নাহি হয়, সেই অগ্নি পুনরায়।
অরণি মন্থনে মিলে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
অনলের স্থূল-সূক্ষ্ম, অবস্থার মত লক্ষ্য।
করা যায় কলেবরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
কেবল ওঙ্কার দ্বারা, অনুভূত হ'ন ত্বরা।
সে পর প্রণব আত্মা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
স্ব-দেহ করি' অরণি, প্রণব উত্তরারণি।
সদা ধ্যান নির্মথনে, ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
নিগূঢ় অগ্নির মত, নাদ-জ্যোতিঃ-সমাবৃত।
হেরিবে আত্মা ওঙ্কারে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষঃ সমুন্নত করি' দক্ষ।
সমভাবে রাখি' দেহ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
মনের সাহায্য লয়ে', সকল ইন্দ্রিয় চয়ে।
চিত্তে করিয়া নিবেশ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
অতিশয় ভয়াবহ, এই সংসার প্রবাহ।
উত্তীর্ণ হইবে জ্ঞানী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
ওঙ্কারে আশ্রয় করে', লভিবে সেই ওঙ্কারে।
উপায় উপেয় এক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

২। (৮)

ছান্দোগ্যোপনিষৎ

উদ্‌গীথ ভক্তিস্থিত, ওমক্ষরে শুদ্ধচিত।
আচরিবে উপাসনা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

ওম্ এই অক্ষর হতে, আরম্ভিয়া বিধিমতে।
করেন উদ্গীথ গান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

উপাসনা ওঙ্কারের, আর মহিমা ফলের।
এবে হতেছে ব্যাখ্যান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের চরাচর ভূতেদের।
কারণ পৃথিবী হন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

পৃথিবীর রস হয় বারি রাশি সমুদয়।
জলই ধরার প্রাণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

সলিল সমূহ সার, ওষধি জানিবে আর।
মানব ওষধি-রস ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

বাক্ রস মানবের, ঋঙ্মন্ত্র জেনো বাকের।
সাম হয় ঋক্-রস ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

উদ্‌গীথ এই ওঙ্কার, সাম মন্ত্রেরও সার।
সেব রসতম রূপে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

সেই উদ্গীথ ওঙ্কার, মহী আদি সবাকার।
হন তিনি রসতম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

তিনিই সর্ব্ব প্রধান, আর পরমের স্থান।
রসভূতের অষ্টম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

২। (৯)

ঋক্ই কাহার নাম, কোনটী বা হয় সাম।
কার আখ্যান উদ্গীথ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
বাকই ঋক্-কারণ, প্রাণ বল সাম হন।
উদ্গীথ এই অক্ষর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
ঋক্-সাম-হেতুভূত, বাক্-প্রাণ জেনো তাত।
তাহাই মিথুন এই ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
সে মিথুন এ প্রকারে, সম্মিলিত ওমক্ষরে
হয় শুন মতিমান্ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
নরনারী যেই কালে, পরস্পরে তারা মিলে।
তখনই দুই জন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
উভয়ের মনোরথ, অবশ্য করে প্রাপিত।
সেইমত বাক্-প্রাণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
এরূপ জেনে ওঙ্কারে, যেই উপাসনা করে।
প্রদানে অচিরে কাম্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
কথিত এই ওঙ্কার, হয় অনুজ্ঞা অক্ষর।
কারণ যে কেহ কিছু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
করয়ে অনুমোদন, ওঁ এই বলে তখন।
অনুমতিই সমৃদ্ধি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
যেজন এই উদ্গীথ, অক্ষরে এরূপ জ্ঞাত।
হয়ে করেন সাধন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

২। (১০)

তিনিই যজমানের কাম্যফল বর্দ্ধনের।
অবশ্যই হ'ন হেতু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
বেদ বিদ্যা সুবিহিত কর্ম্ম হয় প্রবর্ত্তিত।
সে ওঙ্কার আলম্বনে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
করি ওম্ উচ্চারণ, দেবতাগণে শ্রবণ।
করান মন্ত্র সকল ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
হোতৃবর ওম্ বলি', আনন্দেতে স্তব গুলি।
করেন পঠন যজ্ঞে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
করি' ওম্ উচ্চারণ, উদ্‌গাতা সাম গান।
গাহেন পরমানন্দে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
ওম্ এই অক্ষরেরে, পূজা করিবার তরে।
ত্রয়ী কর্ম্ম হয় কৃত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
পরিণাম ওঙ্কারের, ঋত্বিক্ যজমানের।
প্রাণরূপ মহিমায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
ওম্-পরিণামভূত, ব্রীহি-যবাদি সম্ভূত।
রসরূপ হবির্যোগে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
হেথা হয় প্রবর্ত্তিত, ত্রিবেদ-বিহিত যত।
যাগ যজ্ঞাদি করম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
করি' উচ্চারণ ওম্, আচরিলে যজ্ঞ-হোম।
তাহা যায় দিবাকরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৩। (১)

ক্রমে তাহা হ'য়ে বৃষ্টি, করে ব্রীহি-যব-সৃষ্টি।
তাতে তৃপ্ত হয় প্রাণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
অতএব ব্রীহি যব, নিখিল ওষধি সব।
জেনো রসতম রস ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
ঋত্বিক্ আর যজমান, আর সবাকার প্রাণ।
সেই ওঙ্কার-মহিমা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
যে জন এই অক্ষরে, অবগত এ প্রকার।
আর যিনি নন জ্ঞাত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ, ॥৪॥
উভয়ে অক্ষর দ্বারা, আচরেন কর্ম্ম তাঁরা।
বিফল কি ওঁ-বিজ্ঞান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
নিষ্ফল নাহিক হয়, অক্ষর-জ্ঞান নিশ্চয়।
কারণ শুনহ তার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
উপাসনা অক্ষরের, কেবল জ্ঞান-কর্ম্মের।
ভিন্ন ফল করে দান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
হইয়া বিজ্ঞানবান্, (যে) কর্ম্ম করে শ্রদ্ধাবান।
উপাসনা সহকারে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
সেই কর্ম্মে যজমান্, সমধিক ফল পান।
নাহিক সংশয় ইথে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
ইহা এই অক্ষরের, মহিমাদি বিষয়ের।
ছান্দোগ্যে হইল ব্যাখ্যা ওঁ, নমঃওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৩। (২)

দেবগণ মৃত্যুভীত, হইয়া বেদ-বিহিত।
কর্ম্মে হ'লেন প্রবিষ্ট ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
নিখিল ছন্দের দ্বারা, আপনাদিগকে তাঁরা।
করিলেন আচ্ছাদিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
মন্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন, অচরিবার কারণ।
হল ছন্দঃ মন্ত্র-নাম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
মৎস্যজীবী স্বল্প জলে, যথা মৎস্য অবহেলে।
করে' থাকে বিলোকন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
তথা মৃত্যু কুতূহলে, দেখিলেন দেব দলে।
ঋক্-সাম-যজুঃ মাঝে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
তাহা পারিয়া বুঝিতে, ঋক্-সাম-যজুঃ হতে।
উত্থিত হইয়া তাঁরা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
নাদময় সে ওঙ্কারে, প্রবেশিলা হর্ষভরে।
মৃত্যুরে করিতে জয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
করে আয়ত্ত যখন, করি' ঋক্ অধ্যয়ন।
কহে ওম্ সমাদরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
সাম-যজুঃ-পাঠ-কালে, এইরূপ ওম্ বলে।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
এই যে অক্ষর ওম্, ইনি নাদ অনুপম।
ইহা অমৃত অভয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৩ (৩)

প্রবেশিয়া ঐ অক্ষরে, দেবগণ চিরতরে।
হন অমর অজর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
এবম্বিধ এ অক্ষরে, জানিয়া যে স্তব করে।
প্রবেশ করয়ে সেই ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
এই অভয় অমরে, নাদরূপ এ ওঙ্কারে।
প্রবেশ করিয়া সুখে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
যে অমৃতে দেবগণ, লভেছেন অমরণ।
হন (সে) অমৃতে অমর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
উদ্গীথ হয়ত যাহা, প্রণব জানিও তাহা।
যা' প্রণব, তা' উদ্গীথ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
উদ্গীথ ওই আদিত্য, তা' প্রণব জেনো সত্য।
কারণ এই ভাস্কর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
করি' ওম্ উচ্চারণ, করেন পরিভ্রমণ।
গগন-মার্গতে নিতি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
এই মুখ্য প্রাণ যিনি, তাঁহারে উদ্গীথ জানি'।
আচরিবে উপাসনা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
তার হেতু এই প্রাণ, করিয়া ওম্ কীর্ত্তন।
করেন চরণ দেহে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
উদ্গীথ ও প্রণবের, ভেদজ্ঞান বিহীনের।
কর্ম্মে ত্রুটী নাহি থাকে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৩। (৪)

ধর্ম্মের বিভাগত্রয়, বেদে তাহা উক্ত হয়।
হও ক্রমে অবগত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান আদ্য স্কন্ধ ইহা জ্ঞান।
তপস্যা দ্বিতীয় ভাগ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
ক্ষয় করি' আপনাকে, গুরু গৃহে যেই থাকে।
যাবজ্জীবন কাল ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
সেই নৈষ্ঠিক প্রধান, ব্রহ্মচারী জনে জ্ঞান।
ধর্ম্ম তৃতীয় বিভাগ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
এঁরা পুণ্যলোকে যান, ওঙ্কার সংস্থিত পান।
অনবধি অমরত্ব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
লোক-সমূহের সার, প্রজাপতি লইবার।
আশে করিলেন ধ্যান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
বিষয়ীভূত ধ্যানের সাররূপ তাহাদের।
ত্রয়ী হ'ল প্রাদুর্ভূত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
উদ্দেশে বেদ-বিদ্যার, করিলেন পুনর্ব্বার।
ধ্যান সেই প্রজাপতি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
অনুধ্যাত তাহা হ'তে, সে বিরাট্ সকাশেতে।
সর্ব্ব বেদ বিদ্যাসার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
জ্যোতির্ম্ময় মনোহর, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এ অক্ষর।
হইলেন আবির্ভূত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৩। (৫)

তাঁহাদের উদ্দেশেতে, প্রজাপতি হরষেতে।
করিলেন অভিধ্যান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥১॥
ব্যাহৃতি হইলে ধ্যাত, সে সবার সারভূত।
ওঙ্কার পরমেশ্বর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
হইলেন প্রকাশিত বিশ্বব্যাপী সর্ব্বগত।
পর ও অপর ব্রহ্ম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
পত্র-শির দিয়া যথা, পত্র-অবয়ব গাঁথা।
হয়ে আছে একীভূত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
ওঙ্কার-দ্বারা নিবদ্ধ, সেইরূপ যত শব্দ।
ওঙ্কারই এই সব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
আদিত্যের উর্দ্ধদিকে, যেই রশ্মি রাশি থাকে।
তারা উর্দ্ধ মধু নাড়ী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
গুহ্যবিধি উপাসন, হয় মধুকরগণ।
ওঙ্কার সুগন্ধ পুষ্প ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
প্রণবোপাসনাজাত, ফলরূপ যে অমৃত।
তাহারাই পুষ্পরস ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
সেই গুহ্যবিধি সবে, উত্তপ্ত করে প্রণবে।
সুতপ্ত ওঙ্কার হ'তে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
যশঃ-তেজঃ আর বল, পটু ইন্দ্রিয় সকল।
জনমে অন্নাদি রস ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৩। (৬)

যায় আদিত্যের পাশ, বিশেষ রূপে সে রস।
ধ্যানে হইয়া ক্ষরিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
উর্দ্ধভাগে আদিত্যের, স্থান হয় সে রসের।
করে তথা অবস্থান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
আদিত্যের মধ্য দেশে, ক্ষুব্ধপ্রায় যাহা ভাসে।
তাহা হয় সেই মধু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
লোহিতাদি রস রস, হেতু বেদ লোক রস।
বেদ রস বর্ণচয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
অমৃতেরও অমৃত, রোহিতাদি রূপ যত।
বেদামৃত সার বলে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
পঞ্চম অমৃত চল, ওম্ মুখে সাধ্য দল।
করে' থাকে উপভোগ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
না করেন দেবগণ, পান অথবা ভোজন।
দেখিয়া লভেন তৃপ্তি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
উদ্‌যুক্ত ভোগ আশয়ে, নিশ্চেষ্ট রূপ বিষয়ে।
তাঁরা হন কালাকালে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
(এ) অমৃত জানেন যিনি, প্রণবে করি' অগ্রণী।
এক হয়ে সাধ্য সহ, ওঁ নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
উপভোগে তৃপ্ত হ'ন, পরে আধিপত্য পান।
স্বারাজ্য ও সাধ্যসম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি ছান্দোগ্য

৩। (৭)

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

পূর্ণ সে (ই) পর প্রণব, পূর্ণ অপর প্রণব।
পূর্ণ হতে জাত পূর্ণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

এ ওঙ্কার হন পূর্ণ, পূর্ণ হতে নিলে পূর্ণ।
পূর্ণ (ই) থাকে অবশেষে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

আকাশ ব্রহ্ম ওঙ্কার, পরমাত্ম রূপ তাঁর।
এ আকাশ চিরন্তন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

কৌরব্যায়নী-তনয়, বলেন—বায়ুর হয়।
ওই আকাশ আধার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

সর্ব্ব বেদ এ ওঙ্কার, যাহা কিছু জানিবার।
আছে ভুবন মাঝারে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

এঁর দ্বারা অবগত, লোকে হয় যথোচিত।
জানেন ব্রাহ্মণগণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

সকল নামের নামী, যিনি তাঁরে অন্তর্য্যামী।
কোথা বা বলিয়া আত্মা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

কোথা ব্রহ্ম, কোথা প্রাণ, অক্ষরাদি অভিধান।
বলেছেন এই শ্রুতি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

নানা নামে সে ওঙ্কারে, করেছেন প্রেমভরে।
স্তুতি বৃহদারণ্যক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

জেনো সবই ওঙ্কার, ওঙ্কার ব্যতীত আর।
কিছু নাই, নাই, নাই ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৩। (৮)

অমৃতনাদোপনিষৎ

ওঙ্কার রথ-উপরি সুখে আরোহণ করি।
বিষ্ণুকে করি সারথি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

নাদ রুদ্র আরাধন, করিতে তৎপর জন।
ব্রহ্মলোকপদ কামী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ।২॥

পথে রথ যতক্ষণ, তাবৎ রথে গমন।
কর্ত্তব্য জানিও সুধী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

রথ করি' বিসর্জ্জন, রথপতি সন্নিধান।
যাইবেন সেই রথী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

ত্যজি' মাত্রা লিঙ্গপদ, শব্দহীন নিরাপদ।
জরাহীন সনাতন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

হসন্ত মকার দ্বারা, সূক্ষ্ম সেই পদে ত্বরা।
যান নাদসেবী জন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

নাদ যেই পথে যান, সেই পথে যান প্রাণ।
ইথে নাহিক সংশয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৭॥

এই হেতু সাবধানে, মগ্ন রবে নাদ ধ্যানে।
লভিবে যোগ-সাম্রাজ্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

অক্ষর ওঙ্কারনাদে, ভজ সদা নির্ব্বিবাদে।
রবে নাকো কোন ভয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

নাদে সৃষ্টি, নাদে স্থিতি, নাদই পরম গতি।
ওঙ্কার-আধার নাদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

অমৃতনাদ উ

৩। (৯)

অথর্ব্বশিরোপনিষৎ

হৃদয়েতে অবস্থান, করেন দেবতাগণ।
প্রাণ থাকেন হৃদয়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
মানসেতে যিনি নিত্য, অবস্থিত চির সত্য।
তিনি মাত্রা-ত্রয়াতীত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
উত্তরে শির তাঁহার, দক্ষিণে চরণ আর।
আছেন হয়ে শায়িত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
উত্তর দিকেতে যিনি, ওঙ্কার হয়েন তিনি।
এক ওঙ্কার প্রণব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
সর্ব্বব্যাপী ও প্রণবে, অভিন্ন বলি' জানিবে।
সর্ব্বব্যাপী সে অনন্ত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
অনন্তই হন "তার", সূক্ষ্ম বলি' জেনো "তার"।
সূক্ষ্ম-শুক্ল অপৃথক্ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
যা' শুক্ল তাই বৈদ্যুত, পর ব্রহ্ম সে বৈদ্যুত।
এক হন পর ব্রহ্ম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
যিনি এক তিনি রুদ্র, ঈশানই সেই রুদ্র।
ঈশানই ভগবান্ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
মহেশ্বর বলি' তাঁরে, জানি অতি সমাদরে।
কর ধ্যান অনুক্ষণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
ধ্যাতা-ধ্যেয়-ধ্যান দূরে, যাক তব চিরতরে।
হও ওঙ্কারে মগন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৩। (১০)

ওঙ্কার উচ্চার্য্যমাণ, হইলেই লয়ে' প্রাণ।
যান তিনি ঊর্দ্ধদেশে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
সেই কারণ ওঙ্কার, বলেছেন শ্রুতিসার।
হও জ্ঞাত সুপ্রবীণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
করিলেই উচ্চারণ, ঋগ্ আদি বেদগণ।
করেন প্রদান বলি' ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
প্রণব নাম ইঁহার, জপ যজ্ঞে ব্যবহার।
করিলেই উপাসক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
পান চতুর্ব্বেদ ভাব, থাকেনা কোন অভাব।
হন ভাবাভাবাতীত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
যথা ওতঃপ্রোতরূপে, স্নেহদ্রব্য থাকে ব্যোপে।
পিষ্টক প্রভৃতি খাদ্যে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
সেইরূপ ওতঃপ্রোতঃ, ভাবে হন অবস্থিত।
শান্ত ব্রহ্ম এ ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
জাপকে প্রসন্ন হয়ে', অন্তর-ভিতর ছেয়ে।
অবস্থানের কারণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
সর্ব্বব্যাপী আখ্যা তাঁর, তিনি সর্ব্বব্যাপী আর।
একমাত্র অদ্বিতীয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
বক্র, ঊর্দ্ধ, অধে আর, উচ্চারণে অন্ত তাঁর।
না মিলে তাই অনন্ত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৪। (১)

গর্ভ-জন্ম-ব্যাধি-জরা, সংসারের ভয় ত্বরা।
আর মৃত্যু ভয়ঙ্কর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
এ সকল হতে ত্রাণ, করেন এ মহাপ্রাণ।
অভিধান তাই "তার" ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
অন্তর্ধ্বান নাদ-দ্বারা, অজ্ঞানের কার্য্য সারা।
নাশেন বলিয়া ইনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
শুক্ল এঁর নাম হয়, ব্রহ্ম শুক্ল তেজোময়।
বলেন অদ্বয় শ্রুতি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
জরায়ুজ ও স্বেদজ, অন্ডজ আর উদ্ভিজ।
চারিদিহে জীবরূপে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
হৃদাকাশে সূক্ষ্ম-ভাবে, বাস হেতু বলে সবে।
সূক্ষ্ম এই ওঙ্কারেরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
মহাতমে নিমজ্জিত, সাধকের দূরীভূত।
অজ্ঞান আঁধার রাশি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
করিবার কারণেতে, বৈদ্যুত বলিয়া সতে।
জানেন ইঁহার নাম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
যে হেতু পর-অপর, আর পরায়ণ নর।
করেন বর্দ্ধিত তিনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
তাই পরব্রহ্মনাম, হয় তাঁর অনুপম।
উভয় ব্রহ্ম ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

অথর্ব্বশিরঃ

৪। (২)

করি' রাগাদি ভক্ষণ একীভূত হয়ে রন।
যিনি সংহার সময়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
সৃষ্টি-প্রলয়-পালন, একা করেন সাধন।
সে কারণ "এক" নাম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
ঋষি কিম্বা অন্ত্যজন, পান না দ্রুত দর্শন।
তাই রুদ্র অভিধান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
যতেক মানবচয়ে, ঈশিনী-শকতি দিয়ে।
স্বাধীন রাখার হেতু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৪॥
ঈশান তাঁহার নাম, তিনি সকলের ধাম।
প্রাণী মাত্রের ঈশ্বর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
সর্ব্ববিদ্যা-অধিপতি, সম্পন্ন সর্ব্বশকতি।
সে হেতু আখ্যা ঈশান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৬॥
অতীত ও অনাগত, দেখেন পদার্থ যত।
ভক্তে দেন উপদেশ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
অখিল ব্যাপিয়া র'ন, সেই হেতু ভক্তজন।
বলেন শ্রীভগবান্ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
সৃজন-পালন-লয় সতত যা' হতে হয়।
তিনি দেব মহেশ্বর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
যোগ আর আত্মজ্ঞান, নিত্য যাঁতে বিদ্যমান।
হন তিনি মহাদেব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

অঃ-শির।

৪। (৩)

ব্রহ্মা দেবতা যাহার প্রথম মাত্রাটি তার।
রক্তবর্ণ সুশোভন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
করিলে তাহার ধ্যান, ধ্যাতা ব্রহ্মপদে যান।
থাকেন আনন্দে সেথা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
দ্বিতীয় বিষ্ণু দৈবত, কৃষ্ণমাত্রা যে সতত।
করে ধ্যান স্থিরমনে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
বিষ্ণুপদে সেইজন, অবশ্য করে গমন।
থাকে সুখে নিরন্তর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
তৃতীয় মাত্রাটি হয়, ঈশান দেবতাময়।
কপিল তাহার বর্ণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
ধ্যান করে যেই নিত্য, ঐশপদ পায় সত্য।
তথা রহে চিরকাল ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
অর্দ্ধমাত্রা চতুর্থীর, সর্ব্বদেবময় ধীর।
শূন্যে বিচরণশীল ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
বিশুদ্ধ স্ফটিক প্রায়, ধ্যান যেই করে তায়।
পায় অনাময় পদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
সেই হেতু এ মাত্রারে, কর ধ্যান ভক্তি ভরে।
ঊর্দ্ধদেশে সদা রবে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
যাবার সময় হলে, অনায়াসে যাবে চলে।
দেবযানে তাঁর পাশে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

—ইতি অথর্ব্বশিরোপনিষৎ

৪। (৪)

অথর্ব্বশিখোপনিষৎ

পৈপ্পলাদআঙ্গিরা আর, ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমার।
বলিলেন অথর্ব্বনে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

প্রথমে কি উল্লিখিত, করিয়া ধ্যান বিহিত।
বলুন হে ভগবন্, ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

ধ্যান যোগ্য কিবা হয়, ধ্যানই বা কারে কয়!
কেবা হন ধ্যাতা-ধ্যেয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

অথর্ব্বা তাঁদের ক'ন, শুন সবে মুনিগণ।
ওম্ এই শুভাক্ষরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

আদিতে করি' অর্পিত, ধ্যান হয় সমুচিত।
ধ্যাতব্য এই ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

পরব্রহ্ম এঁর হয়, বেদপাদ চতুষ্টয়।
চতুষ্পাৎ এ অক্ষর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

প্রথম মাত্রা অকার, পৃথিবী, ঋগ্বেদ আর।
ব্রহ্মা, বসু ও গায়ত্রী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

গৃহপতির অনল, আদিমাত্রা এ সকল।
অবগত হও সবে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

দ্বিতীয় মাত্রা উকার, অন্তরীক্ষ নাম তাঁর।
যজুর্ব্বেদ, বিষ্ণু, রুদ্র ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

দক্ষিণ হব্যবাহন, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দও হন।
এই মহান্ উকার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

অথর্ব্বশিখ।

৪। (৫)

তৃতীয় মাত্রা মকার, তিনিই দ্যৌঃ, সাম আর।
রুদ্র, আদিত্য, জগতী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥১॥
আহবনীয় দহন, এই সব তিনি হন।
নাদময় এই পাদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
চতুর্থী যে অবসানে, অর্দ্ধমাত্রা তারে ভণে।
তিনি সোমলোক ওঙ্কার, ওঁ নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
মরুত, অথর্ব্ব-বেদ, সম্বর্ত্তক জাতবেদ।
বিরাট্ একর্ষি ভাস্বতী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
একবার উচ্চারণে, উর্দ্ধে লয়ে' যান প্রাণে।
সেহেতু ওঙ্কার নাম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
নিখিল প্রাণ পবন, যেহেতু প্রলীন হন।
তাই আহ্বয় প্রলয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
লয়ে' সব প্রাণ-দলে, মিলিত করেন বলে।
সেই পরম আত্মায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
সে-হেতু নাম প্রণব, ইনি আদি-অন্ত সব।
সর্ব্বময় সর্ব্বাধার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
বিষ্ণু নামে হন খ্যাত, সবই জানিবে তাত।
একমাত্র সে ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
করেন দুঃখ সন্তরণ, 'তার' আখ্যা সে কারণ।
সবে প্রবেশয়ে বলি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥১০॥

ইতি অথর্ব্ব শিখোপনিষৎ

৪। (৬)

বাক্ হন এ ওঙ্কার, বাক্ই অখিল আর।
অশব্দ কিছুই নাই ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥১॥

চিন্ময় এই ওঙ্কার, হয় চিন্ময় সংসার।
সে হেতু পরমেশ্বর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥২॥

একমাত্র অবস্থিত তিনি অভয় অমৃত।
তাঁহারে জানে যে জন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৩॥

অমৃত অভয় হয়, ইথে নাহিক সংশয়।
কর ধ্যান তাঁরে সদা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৪॥

নৃসিংহোত্তরতাপিনী-উ,

নাদবিন্দূপনিষৎ

দক্ষিণ পক্ষ অকার, পক্ষ উত্তর উকার।
মকার জানিবে পুচ্ছ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৫॥

অৰ্দ্ধমাত্রা জেনো শির, তত্ত্বই হয় শরীর।
তাঁর পাদাদি ত্রিগুণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৬॥

দক্ষ চক্ষুঃ ধর্ম্ম হন, অধর্ম্ম বাম নয়ন।
এইরূপ সে ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৭॥

পদেতে পৃথিবী তাঁর, জানু দেশে ভুব আর।
কটিতটে স্নুবর্লোক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৮॥

মহর্লোক নাভিদেশে, জনলোক হৃদে ভাসে।
শোভে কণ্ঠে তপোলোক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৯॥

ভ্রূদ্বয় ললাটমাঝে, সত্য লোক সদা রাজে।
এ বিরাট্ পুরুষের ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥১০॥

নাদবিন্দুপনিষৎ

৪। (৭)

সহস্রবর্ণ কিমুত, মন্ত্র হ'ল প্রদর্শিত।
এবম্বিধ এই হংসে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
সদা করি' আরোহণ, হংসযোগ বিচক্ষণ।
ভিন্ন কভু নাহি হ'ন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
শতকোটী কৃত পাপ, দিতে নারে কোন তাপ।
না হয় কর্ম্ম বন্ধন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
প্রথমা মাত্রা আগ্নেয়ী, অপরা হন বায়বী।
সূর্য্য-মণ্ডলের মত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
তৃতীয়া মাত্রাটী তাঁর, জেনো ঈশ্বর মকার।
প্রথম পুরুষ নাদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
অর্দ্ধ মাত্রাটী পরমা, তাঁহার নাহিক সীমা।
বারুণী তাঁহার নাম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
ভূত, ভাবী, বর্ত্তমান, ত্রিকালেও বিদ্যমান।
এই মাত্রা চতুষ্টয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
যাঁতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, তিনি ওঙ্কার আখ্যাত।
হও জ্ঞাত ধারণায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
প্রথমা মাত্রা ঘোষিণী, দ্বিতীয়া বিদ্যা নামিনী।
তৃতীয়াটী পতঙ্গিনী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
চতুর্থী বায়ু-বেগিনী, নামধেয়া নাম ইনি।
পঞ্চমী মাত্রাটী হয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৪। (৮)

ষষ্ঠী মাত্রাটীরে বলে ঐন্দ্রী যত জ্ঞানী দলে।
সপ্তমী বৈষ্ণবী হন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
শঙ্করী হয় অষ্টমী, মহতী নাম নবমী।
ধ্বৃতি আখ্যা দশমীর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
একাদশী নারী হয়, ব্রাহ্মী দ্বাদশীরে কয়।
পরামাত্রা হন ইনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
প্রথম মাত্রায় প্রাণ, দেহ ত্যজি যদি যান।
(হেথা) হন রাজা সার্ব্বভৌম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
দ্বিতীয়ায় গেলে প্রাণ, হয়েন মহাত্ম্যবান।
যক্ষ শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
তৃতীয়াতে বিদ্যাধর, তুর্য্যেতে গন্ধর্ব্ববর।
সোমলোক পঞ্চমীতে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
ইন্দ্র সহযোগ পান, ষষ্ঠীতে করি' প্রয়াণ।
সপ্তমীতে বিষ্ণুপদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
অষ্টমীতে প্রাণ গেলে, পশুপাত রুদ্র স্থলে।
অসংশয় যান তিনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
নবমীতে যদি প্রাণ, করেন উর্দ্ধ প্রয়াণ।
লাভ হয় মহর্লোক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
দশমীতে "জনে" যায়, একাদশী তপঃ দেয়।
নিত্য ব্রহ্ম দ্বাদশীতে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৪। (৯)

শুদ্ধশিব তারপর, ব্যাপ্তিশীল পরতার।
সুনির্ম্মল সদোদিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
যে উৎস হইতে হয়, জ্যোতির্ব্বৃন্দের উদয়।
পরব্রহ্ম অতীন্দ্রিয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
শান্ত ত্রিগুণ-অতীত, অনুপম যোগ যুত।
সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল ওঁ, (ওঁ) নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
সদা তাতে প্রবেশিবে, নিত্যযুক্ত হয়ে রবে।
কিছু না ভাবিবে অন্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
তন্ময় হইয়া নর, অতি শীঘ্র কলেবর।
করিবেন পরিত্যাগ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
সর্ব্ব-সঙ্গ-বিবর্জ্জিত, যোগাচারে সুসংস্থিত।
হবে লীন যবে মনঃ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভাবে, নিয়ত ভোগ করিবে।
সেই সে পরমানন্দ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
প্রারব্ধের কালবশে, ক্ষয় হইলে নিঃশেষে।
ব্রহ্ম প্রণব-সংলগ্ন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
শিবনাদ জ্যোতির্ম্ময়, মেঘাপায়ে রবিপ্রায়।
(স্বয়ং) আত্মা হন আবির্ভূত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
এই আত্মা লভিবারে, কর ধ্যান প্রীতিভরে।
তাঁরে পাইবে নিশ্চয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি নাদবিন্দূপনিষৎ

৪। (১০)

ধ্যানবিন্দূপনিষৎ

ভক্ত মুমুক্ষু সবার, ধ্যানযোগ্য এ ওঙ্কার।
বেদসার এ অক্ষর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
ঋগ্বেদ, মহী দহন, পৃথ্বী সে কমলাসন।
প্রথম অংশ অকারে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
বিলীন হন যখন, কেবল অকার র'ন।
অন্য কিছু নাহি থাকে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
অন্তরীক্ষঃ যজুঃগণ, বায়ুভুব জনার্দ্দন।
প্রণব দ্বিতীয় অংশে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
লয় প্রাপ্ত হলে পর, থাকেন মাত্র উকার।
সব হয় অন্তর্হিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
সাম দ্যৌঃ ও দিবাকর, স্বর এই মহেশ্বর।
প্রণব অংশ তৃতীয়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
যখন বিলয় হন, শুধু মকারই র'ন।
নিত্য নাদময় হয়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
অকার, উকার আর, থাকেন সেই মকার।
তিনটি বরণ হয়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
পীতবর্ণ সে অকার, রজোগুণ জেনো তাঁর।
অকার পীত ও রজঃ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
সাত্বিক শুক্ল উকার, কৃষ্ণ তামস মকার।
ধ্যানে দেন দরশন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৫। (১)

ধ্যানবিন্দূপনিষৎ

অষ্ট-অঙ্গ-বিভূষিত, চতুষ্পাদ সুশোভিত।
ত্রিস্থান এই ওঙ্কারে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

না জানেন যেই জন, তিনি নহেন ব্রাহ্মণ।
বলেছেন ধ্যানবিন্দু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

অ-উ ও মাত্রা মকার, নাদ, বিন্দু, কলা আর।
কলাতীতা শান্তি এই ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

অষ্ট অঙ্গ ওঙ্কারের, স্বরূপ শুন তাঁদের।
আছ জ্ঞাত মাত্রা ত্রয়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

ত্রিশক্তিরে নাদ-দ্বারা, লক্ষ্য করে ধীর যারা।
বিন্দু তিন অহঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

হতে এই বিন্দুত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব হয়।
শুন কলা বিবরণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

তমোবিন্দু শিবজাত, তন্মাত্রাও পঞ্চভূত।
আর রজোবিন্দু হ'তে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

রূপাদি এ পঞ্চশক্তি, কর্ম্মেন্দ্রিয়-অভিব্যক্তি।
হয় বলেন দয়াল ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

সত্ত্ববিন্দু বিষ্ণুজাত, রূপাদির জ্ঞান তাত।
আর উভয় ইন্দ্রিয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

কলাতীত অধিষ্ঠান, চৈতন্যেরে মতিমান্।
বলেন বিদ্বান্‌গণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৫। (২)

বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, তুরীয়ে জানিবে বিজ্ঞ।
ওঙ্কারের চতুষ্পাদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
অবিদ্যা-বিদ্যা-আনন্দ, তুরীয় এ নিত্যানন্দ।
চতুষ্পাৎ এঁরেও কন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
সুষুপ্তি-স্বপ্ন-জাগ্রত, ত্রিস্থান হবে বিদিত।
শুন পঞ্চদেব কথা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র আর, শিবেশ্বর সর্ব্বাধার।
ওঙ্কারের পঞ্চদেব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
শান্ত নির্ম্মল আকাশ, বাঙ্মনের অপ্রকাশ।
স্বানুভূতিগম্য তিনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
ভাষা সেথায় নীরব, নিস্পন্দ নিঃশব্দ সব।
পর ব্রহ্ম পরব্যোম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
ধনুক প্রণব হন, শর আত্মা শ্রুতি কন।
ব্রহ্ম তার লক্ষ্যস্থান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
হ'য়ে প্রমাদ-বর্জ্জিত, বিদ্ধ করি' শুদ্ধ চিত।
(হও) সম্মিলিত শর সম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
সব ক্রিয়া নিবর্ত্তিত, হ'য়ে যায় সুনিশ্চিত।
দেখিলে সে পরাবরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
কর্ম্মকারী প্রাণে লয়ে, সুষুম্নার মধ্যে গিয়ে।
নাদ সনে লীলা হেতু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৫। (৩)

ওঙ্কার হইতে জাত, নিখিল দেবতা যত।
ওঙ্কার-প্রভব স্বর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
ত্রৈলোক্য সচরাচর, যাহা কিছু আছে আর।
ওঙ্কার-সম্ভব সব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
হ্রস্বপাপ করে ক্ষয়, দীর্ঘ প্রদানে অক্ষয়।
ধন-ধান্যাদি সম্পদ্ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
অর্দ্ধমাত্রা সমাযুক্ত, প্রণব ভজে যে ভক্ত।
মোক্ষ দেন তিনি তাঁরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
তৈলধারা অখণ্ডিত, অবিচ্ছিন্ন সেই মত।
দীর্ঘ ঘণ্টাধ্বনি সম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
অবাচ্য প্রণব লক্ষ্য, ব্রহ্ম যেই করে লক্ষ।
সেইজন বেদবিৎ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
হৃদয় কমলদলে, কর্ণিকার মধ্যস্থলে।
স্থির দীপনিভাকার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
অঙ্গুষ্ঠ মাত্র অমল, করিবে ধ্যান সরল।
সেই ওঙ্কার ঈশ্বরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
দেহকে করি অরণি, প্রণব উত্তরারণি।
ধ্যান বিলোড়নে নিত্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
গোপিত অগ্নির মত, আত্মারে হেরিবে তাত।
কৃতার্থ হইবে তায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৫। (৪)

ইড়াদ্বারা আকর্ষণ, করি বায়ু বিচক্ষণ।
উদরে রাখিবে স্থির ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

অতি জ্বালাবলীবৃত, কলেবর মধ্যস্থিত।
ওঙ্কারে করিবে ধ্যান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

ব্রহ্মাপূরক কথিত, কুম্ভক বিষ্ণু আখ্যাত।
রুদ্র হয়েন রেচক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

প্রাণায়াম দেবত্রয়, এরূপ জেনো নিশ্চয়।
ওঙ্কারই প্রাণায়াম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

সেই সে ওঙ্কার ধ্বনি, নাদের সহিত জ্ঞানী।
বায়ু সংহরণপাশে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

যতক্ষণ নাদলয়, সম্যক্ নাহিক হয়।
প্রাণ ধরিবে তাবৎ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

সমাগম প্রাণাপান, তাহাতে করি অধিষ্ঠান।
নাহি গমনাগমন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

কোটি রবি প্রভাসম, সে ওঙ্কার নিরুপম।
সবার অন্তরস্থিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

হংসাত্মক এক তাঁরে, যেই বিলোকন করে।
বিরজ হইয়া যান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

ত্রিস্থান ত্রিমাত্রা যুত, অক্ষরত্রয় শোভিত।
সমাযুক্ত ব্রহ্মত্রয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

(ত্রিমাত্র বা অর্দ্ধমাত্র, অবগত সে সুপাত্র।
তিনি বেদ জ্ঞানবান্ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥)

ইতি ধ্যানবিন্দু

৫। (৫)

ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ

ব্রহ্মবাদী জনগণ, একাক্ষর ব্রহ্ম কন।
ওঙ্কার পুরুষোত্তমে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
স্থান কাল দেহ তাঁর, বলিতেছি শুন সার।
তাহাতে দেবতা ত্রয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
লোক বেদ অগ্নিত্রয়, ত্রিমাত্রা অর্দ্ধমাত্রা হয়।
ত্র্যক্ষর সেই শিবের ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
ব্রহ্মা হয়েন অকার, বিষ্ণুকে জানিবে উকার।
ঈশ্বর মকার হন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
সূর্য্যমণ্ডল অন্তরে, অকার শঙ্খ ভিতরে।
করিছেন অবস্থান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
চন্দ্রের তুল্য উকার, অবস্থিত মধ্যে তার।
মকার বিদ্যুতোপম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
সোম সূর্য্য অগ্নিমত, মাত্রা ত্রয় হও জ্ঞাত।
শিখা দীপের সদৃশ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
প্রণব উপরে স্থিতা, অর্দ্ধমাত্রা সুবিদিতা।
পদ্মসূত্রনিভা সূক্ষ্মা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
পরাশিখা দৃষ্ট হয়, সেই নাড়ী সূর্য্যপ্রায়।
প্রভাকর ভেদ করি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
সে বাহাত্তর হাজার, ভেদি নাড়ী পরা আর।
গিয়াছেন সহস্রারে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৫। (৬)

সর্ব্বভূত বরদাতা, সকলের পরিত্রাতা।
সর্ব্ব ব্যেপে অবস্থিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
যথা নিবৃত্তিকারণ, শঙ্খ ঘণ্টাদি নিস্বন।
বিলীন হইয়া যায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
নিখিল শান্তির তরে, সেইরূপ ওঙ্কারেরে।
অনুরাগে যোজনীয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
শব্দলীন যাতে হয়, তাঁরে পর ব্রহ্ম কয়।
ব্রহ্ম সেই সে বুদ্ধিরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
করেন প্রলীন যাঁর, অমৃতত্ব হয় তাঁর।
ওঙ্কার কৃপাই বল ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
অনল অকারে বলে, উকারে হৃদ কমলে।
সন্নিবিষ্ট সদাকাল ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
ভ্রূযুগ মধ্যে মকারে, প্রবুদ্ধ কর সবারে।
প্রাণ শক্তি সহায়েতে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
অকারেতে নাভিস্থলে, ব্রহ্মগ্রন্থি দশদলে।
বিষ্ণুগ্রন্থি হৃদিস্থিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
রুদ্রগ্রন্থি ভ্রূমাঝারে, যত্নে ভেদ কর তারে।
অক্ষর বায়ুর দ্বারা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
ত্রিমাত্রা ত্রিদেবস্থিত, মাত্রা ত্রয়ের অতীত।
পরাৎপর সে ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি ব্রহ্মবিদ্যোপনিষৎ

৫। (৭)

যোগতত্ত্বোপনিষৎ

রহে হ'য়ে উপবিষ্ট, পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ নষ্ট।
করিবার বাসনায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
প্লুত মাত্রায় প্রণব, জপিবে সাদরে সব।
যাবে নিষ্পাপ হইয়া ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
এই সর্ব্ববিঘ্নহর, সর্ব্বদোষ নাশ কর।
মহামন্ত্র এ ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
এরূপ অভ্যাস যোগে, জপ কর মহাভাগে।
(হবে) সম্ভব সিদ্ধি আরম্ভ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
তিনলোক বেদত্রয়, সন্ধ্যাতিন স্বরত্রয়।
ত্রি অনল ও ত্রিগুণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
ত্রি অক্ষরে সবস্থিত, যদি কেহ সুসংযত।
হইয়া করয়ে পাঠ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
তিনটীর(ও) অর্দ্ধাক্ষরে, পারে সব জানিবারে।
অজ্ঞাত থাকে না কিছু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
প্রোত হয়ে তাঁর দ্বারা, আছে এই বিশ্ব সারা।
তাহা সত্য পরং পদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
পুষ্পমধ্যে গন্ধমত, দুগ্ধমাঝে যথা ঘৃত।
তিলের মাঝারে তৈল ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
পাষাণে কাঞ্চন সম, সে ওঙ্কার অনুপম।
সর্ব্বান্তরে অবস্থিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৫। (৮)

হৃদিস্থানে পদ্মস্থিত মুখতার হয় নত।
ঊর্দ্ধনাল অধোবিন্দু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

তাহার মধ্যেতে মন, সেই সংসার কারণ।
করে সদা অবস্থান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

অকারে পদ্ম রেচিত, উকার দ্বারা ভেদিত।
মকারে লভয়ে নাদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

অর্দ্ধমাত্রা অচঞ্চল, শুভ্র জ্যোতিঃ নিরমল।
উপমা নাহিক তাঁর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

শুদ্ধ স্ফটিক সমান, নিষ্কল পাপ নাশন।
তাহাই পরম পদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

পায় পুরুষ প্রধান, সদা যোগযুক্তগণ।
অলভ্য অন্য সবার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

ইতি যোগতত্ত্বোপনিষৎ

আত্মবোধোপনিষৎ

প্রত্যগানন্দ পুরুষ, ব্রহ্ম স্বরূপ অশেষ।
"অ" ও উকার মকার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

এই যে অক্ষরত্রয়, ইহাই প্রণব হয়।
ওঙ্কারও এঁর নাম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

যাহা করি উচ্চারণ জন্ম সংসার বন্ধন।
যোগিজন হ'ন মুক্ত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

সর্ব্বস্থিত নারায়ণ, হন পরম কারণ।
অকারণ পরব্রহ্ম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি আত্মবোধোপনিষৎ

৫। (৯)

নারদ পরিব্রাজক

মানুষ প্রণববর, জপ কর নিরন্তর।
কুটীচক বহুদক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
হংস ও পরমহংসের, সে আন্তর প্রণবের।
সদা জেনো অধিকার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
তুরীয় অতীত আর অবধূত সবাকার।
আশ্রয় ব্রহ্ম প্রণব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
নিত্য আত্মানুসন্ধান, সকলের এ বিধান।
মুমুক্ষু একাগ্রমনে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
সংসার তারক "তার", ধ্যান করি সে ওঙ্কার।
জীবন্মুক্ত হয়ে রবে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
নারদ পরমেষ্ঠীরে, জিজ্ঞাসেন হর্ষ ভরে।
বলুন তারকদেব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
বলিলেন প্রজাপতি, শুন ওহে মহামতি।
প্রণবের বিবরণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
ওম্ ইহা ব্রহ্ম হন, ব্যষ্টি সমষ্টিতে জান।
ইহার প্রকার ভেদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
ব্যষ্টি সমষ্টি কাহারে, বলেছেন শ্রুতিসারে।
বলিতেছি অতঃপর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
অধিকারী ভেদে ভেদ, ত্রিবিধ বলেন বেদ।
ক্রমে হও অবগত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৫। (১০)

নারদ পরিব্রাজকপোনিষৎ

সংহার প্রণব আর সে সৃষ্টি প্রণব সার।
অন্তর্বাহ্য উভয়ের ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
আত্মৈকত্বের কারণ ত্রি প্রকার দৃষ্ট হন।
সেই সে ব্রহ্ম প্রণব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
ব্যাবহারিক প্রণব, তিনিই অন্তঃ প্রণব।
বাহ্যই আর্ষ প্রণব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
সেই উভয় আত্মক, বিরাট প্রণব এক।
বাহ্য অভ্যন্তরে স্থিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
সংহার প্রণব যিনি, ব্রহ্ম প্রণবও তিনি।
অর্দ্ধমাত্রা(ও) নাম তাঁর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৫॥
ব্রহ্ম হন ওঙ্কার, অন্তঃপ্রণব আখ্যা তাঁর।
একাক্ষর এই ওম্ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
অষ্টধা ভেদ তাঁহার অকার উকার আর।
মকারও অর্দ্ধমাত্রা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
নাদ বিন্দু কলাশক্তি, অষ্টরূপে অভিব্যক্তি।
হয় তাঁর হে নারদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
তাহার মধ্যে অকার, অযুতাবয়ব তাঁর।
উকার সহস্র অঙ্গ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
মকার শতাঙ্গযুত, অনন্তাবয়বান্বিত।
অর্দ্ধমাত্রা সে ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৬। (১)

'নারদ পরিব্রাজকোপনিষৎ

বিরাট্ প্রণব সগুণ সংহার হন নির্গুণ।
উভয়াত্মক উৎপত্তি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

যথাপ্লুত বাহ্য হয়, বিরাট প্লুত নিশ্চয়।
সেই আন্তর প্রণব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

বিরাট প্লুত সংহার, ষোড়শ মাত্রা তাঁহার।
ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বাতীত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

অ, উ ও ম, অর্দ্ধমাত্র, নাদ বিন্দু কলা পুত্র।
কলাতীতা আর শান্তি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

শান্ত্যতীতা ও উন্মনী, মনোন্মনী পুরী নাম্নী।
মধ্যমা পশ্যন্তী পরা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

ষোড়শ মাত্রার নাম, যথাক্রমে বলিলাম।
শুন ভেদ বিবরণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

মূলাধারে চারিদলে, ষোড়শ করি গণিলে।
হয় মাত্রা চতুঃষষ্টি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

পুংপ্রকৃতি আলম্বন, ভেদে সেই মাত্রা জান।
শতাধিক অষ্টাবিংশতি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

একাকী ব্রহ্ম প্রণব, সগুণ নির্গুণ সব।
হইয়া করেন লীলা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

পরং জ্যোতিঃ সর্ব্বাধার, সেই বিভু সর্ব্বেশ্বর।
সর্ব্ব প্রপঞ্চ আশ্রয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৬। (২)

শিব সর্ব্বদেবময়, কাল সর্ব্বাগম ময়।
সর্ব্বাক্ষরময় তিনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

সর্ব্বশ্রুতি বাঙ্ময়নীয়, সকলোপনিষন্ময়।
ভূত-ভবিষ্য-বর্ত্তন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

ত্রিকালোদিত অব্যয়, তাঁরে মোক্ষপ্রদ কয়।
তিনি আত্মা আর ব্রহ্ম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

সেই এক অদ্বিতীয়, অজর অমৃতময়।
জ্ঞেয় ধ্যেয় প্রাপ্য সব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

পরমহংস অবধূত, যতীন্দ্র তুরীয়াতীত।
প্রণব ব্যতীত অন্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

নাহি করিবে শ্রবণ, কিম্বা কভু অধ্যয়ন।
ইহাই বলেন শ্রুতি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

নারদ পরিব্রাজকোপনিষৎ

হলে ইষ্ট সন্দর্শন স্বয়ং ইনি আগমন।
করেন সাধক হৃদে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

নাদ আর জ্যোতিঃ হয়ে, রাখেন তাঁরে ডুবায়ে।
নাশি' সকল করম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

মহাভক্ত জীবন্মুক্ত, ওঙ্কারেতে অনুরক্ত।
করেন বিশ্ব কল্যাণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

নাদই সম্বল হয়, হয়ে যান নাদময়।
শেষে লীন হন নাদে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি নারদ পরিব্রাজকোপনিষৎ

৬। (৩)

যোগচূড়ামণি

উপবিষ্ট পদ্মাসনে হইয়া নির্জ্জন স্থানে।
সমকায় শির রাখি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন, করিয়া সাধক জন।
জপিবে অব্যয়োঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
শুদ্ধ বুদ্ধ নিরঞ্জন, নিত্য অনাদি নিধন।
নিরাখ্যাত নির্ব্বিকল্প ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
ভূত, ভাবী, বর্ত্তমান, ত্রিলোকেতে বিদ্যমান।
তুরীয় সে পরম ব্রহ্ম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
তাঁহা হতে প্রাদুর্ভূতা মহাশক্তি জগন্মাতা।
হন সৃজন সময়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
আকাশ, বায়ু, অনল, বারি, ধরা এ সকল।
অভিব্যক্ত হয় ক্রমে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
সদাশিব ও ঈশ্বর, রুদ্র, বিষ্ণু সৃষ্টিকর।
হন পঞ্চভূত দেব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ত্রিপুরারি।
তাঁরা হন এ ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
তুরীয় পর প্রণব, তাঁহা হতে হয় সব।
তিনি নিগু´ণ নিষ্ক্রিয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
পরাপর এ ওঙ্কার, ভিন্ন কিছু নাহি আর।
ভাব তাঁরে অনুক্ষণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৬। (৪)

যোগচূড়ামণি

সে প্রণব প্রাণারাম, হইলেও অভিরাম।
সর্ব্বজীবে ভোগ কালে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
সর্ব্ব অবস্থায় র'ন, অধোমুখে অনুক্ষণ।
অজ্ঞানীর হৃদি মাঝে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
অ, ও উকার মকার বর্ণত্রয় ত্রিঅক্ষর।
তিনবেদ লোকত্রয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
ইনি তিন গুণবান, স্বরত্রয় এঁরে জান।
এরূপে হন প্রকাশ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
জাগরণে সবাকার, নেত্রে থাকেন অকার।
উকার স্বপনে কণ্ঠে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
মকার সুষুপ্তি কালে, রহেন হৃৎকমলে।
কন যোগচূড়ামণি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
বিরাড়্‌বিশ্ব স্থূল অকার, সেই হিরণ্যগর্ভ আর।
তৈজস সূক্ষ্ম উকার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
কারণ ও অব্যাকৃত, প্রাজ্ঞেরে জেনো নিশ্চিত।
নাদরূপ সে মকার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
রাজস রক্ত চেতন, আত্মভূ অকার হন।
উকার সাত্বিক শুক্ল ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
তিনি বিষ্ণু সর্ব্বময়, পালয়িতা তাঁরে কয়।
"ম" তামস কৃষ্ণ রুদ্র ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৬। (৫)

ব্রহ্মা প্রণব প্রভব, হরি প্রণব সম্ভব।
রুদ্র জাত তাঁহা হ'তে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
অকারে চতুরানন, উকারেতে জনার্দ্দন।
মকারেতে মহেশ্বর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
বিলীন হইলে পরে, প্রণব প্রকাশ ধীরে।
হ'ন আলোকিত করি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
জ্ঞানীদের ঊর্দ্ধগত, হয়েন সেই বাঞ্ছিত।
অজ্ঞানীর অধোমুখে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
এরূপ প্রণবস্থিতি, অবগত যে সুমতি।
তিনি হন বেদবিৎ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
অনাহত স্বরূপেতে জ্ঞানিগণের ঊর্দ্ধেতে।
যান সেই সে ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
নাদের প্রকাশ হলে, ঊর্দ্ধমুখে অবহেলে।
গমন করেন তিনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
ছেদহীন তৈলধারা, দীর্ঘ ঘণ্টানাদ পারা।
জানিবে প্রণব ধ্বনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
তার অগ্র ব্রহ্ম কয়, অবক্তব্য জ্যোতির্ম্ময়।
ভাষা সেথা ভাষাহীন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
সূক্ষ্ম বুদ্ধি সহায়েতে, যে পারে তাঁরে দেখিতে।
সে মহাত্মা বেদবিৎ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

যোগচূড়ামণ্যুপনিষৎ

৬। (৬)

যোগচূড়ামণি

ভূ র্ভুবঃ স্বঃ তিনলোকে সোম সূর্য্য ও পাবক।
যাঁহার মাত্রায় স্থিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

তাহাই পরম জ্যোতিঃ, ওঙ্কার তাঁহার খ্যাতি।
জ্যোতিঃ ওঙ্কার অভিন্ন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

ক্রিয়া ইচ্ছাজ্ঞান তথা, ত্রিধা মাত্রা স্থিতা যেথা।
ব্রাহ্মী, রৌদ্রী ও বৈষ্ণবী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৩॥

তাহা পরজ্যোতিঃ হয়, ওঙ্কার তাহারে কয়।
জ্যোতিঃরূপ সে ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

বাক্য-মন দ্বারা নিত্য, জপিবে পরম সত্য।
করিবে অভ্যাস কায়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

তাহা হ'ন জ্যোতিঃপর ওঙ্কার নামটী তাঁর।
ওঙ্কার জ্যোতির জ্যোতিঃ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

শুচি কিম্বা অশুচিতে, জপে যেই দিনে রাতে।
সে প্রণব সর্ব্বক্ষণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

পদ্মপত্রে জল প্রায়, পাপে নাহি লিপ্ত হয়।
প্রণব জাপক যোগী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

বায়ু চলে বিন্দুচল, বায়ু নিশ্চলে নিশ্চল।
হয় ওঙ্কারে কুম্ভক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

ওম্ জপ শ্বাসে শ্বাসে, স্থির হবে অনায়াসে।
সুষুম্নায় হবে লীন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি যোগচূড়ামণি

৬। (৭)

মণ্ডল ব্রাহ্মণোপনিষৎ

পশ্চিম মার্গে যখন, প্রাণ করেন গমন।
স্ফটিক ধূম্র খদ্যোত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
বিন্দু-নাদ-কলা তারা, দীপনেত্র স্বর্ণ পারা।
নব রত্ন জ্যোতিঃপুঞ্জ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
দেখা যায় জ্যোতিঃ যাহা, প্রণব স্বরূপ তাহা।
হবে জ্ঞাত যোগীশ্বর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

ইতি মণ্ডল ব্রাহ্মণ

রামরহস্যোপনিষৎ

প্রণবের অধিকার বিপ্র গৃহস্থ সবার।
কিরূপ সম্ভব হয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
বলিলেন মহাবীর, কন রামচন্দ্র ধীর।
শুন পবননন্দন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
ষড়ক্ষরে অধিকার, আছে যে সব জনার।
তাঁরা হন অধিকারী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
কেবল অকার আর, সহ উকার মকার।
অর্দ্ধমাত্রা সহযোগে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
করি মন্ত্র পুটিত, জপে যেই পূত চিত।
শুভকর হই তার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

ইতি রাম রহস্য উ

শ্রীরামপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ

কামরূপ মায়াময়, রমাধর প্রেমময়।
বেদাদিরূপ ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
আত্মমূর্ত্তি নমি তাঁরে, নমস্কার বারে বারে।
জানকী-দেহ ভূষণে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি শ্রীরামপূর্ব্বতাপিনী

৬। (৮)

শ্রীরামোত্তরতাপিনী উপনিষৎ

অকার আদ্য অক্ষর, দ্বিতীয় হয় উকার।
মকার তৃতীয়াক্ষর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
অর্দ্ধমাত্রা তুর্য্যাক্ষর, বিন্দু পঞ্চম অক্ষর।
ষষ্ঠাক্ষর হয় নাদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
রক্ষক বলি তারক, এঁরে বলেন সাধক।
তাহাই তারক ব্রহ্ম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
হও তুমি অবগত, কর ধ্যান অবিরত।
ইহাই পরম জ্ঞেয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
গর্ভ জন্ম আর জরা, মরণ সঙ্কট ত্বরা।
ভয়ঙ্কর ভব ভয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
সন্তারণ কারণেতে তারকাখ্যা জগতেতে।
পেয়েছেন ষড়ক্ষর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
তারকব্রহ্ম পঠন, প্রতিদিন যে ব্রাহ্মণ।
করেন ভকতি ভরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
মহাপাপ ও মরণ, ব্রহ্মহত্যা অগণন।
সব হতে তরে যান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
ভ্রূণহত্যা বীরনাশ, সর্ব্বহত্যা ভবপাশ।
কোন পাপ নাহি রয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
অবিমুক্তে লভি স্থান, অমৃতত্ব তিনি পান।
হন অজর মহান্ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৬। (৯)

অকারাক্ষর সম্ভূত হয়েন সুমিত্রাসুত।
বিশ্ব ভাবন লক্ষ্মণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

উকারাক্ষর জাতক, শত্রুঘ্ন তৈজসাত্মক।
প্রাজ্ঞ স্বরূপ ভরত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

মকার হতে সম্ভূত হইয়া অতি অদ্ভুত।
করেছেন দাস্য-লীলা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

অর্দ্ধমাত্রাত্মক রাম, সবাকার আত্মারাম।
ব্রহ্মানন্দ কলেবর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

শ্রীরাম সান্নিধ্যবশে, সৃষ্টি আদি অনায়াসে।
করেন সবার যিনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

সেই সীতা জগন্মাতা, মূল প্রকৃতি সংজ্ঞিতা।
জগদাধারকারিণী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

প্রণবত্বের কারণ, প্রকৃতি তাঁহারে কন।
যত ব্রহ্মবাদিগণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

সেই আত্মাই বিজ্ঞেয়, সদা উজ্জ্বল তুরীয়।
অবিদ্যা কার্য্যবিহীন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

সত্য স্বাত্মবন্ধহর, আনন্দরূপ মধুর।
সর্ব্বদা দ্বৈত রহিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

মন দ্বারা আত্মা লয়ে, পরম ব্রহ্মে মিলায়ে।
হয়ে থাক সম্মিলিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি রামোত্তরতাপিনী

৬০। (১০)

বাসুদেবোপনিষৎ

ব্রহ্মা আদি তিনমূর্ত্তি ভূ আদি তিন ব্যাহৃতি।
তিন বেদ অগ্নিত্রয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
সূর্য্য-চন্দ্র-হুতাশন, ভূতভাবী-বর্ত্তমান।
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
আর আত্মা পুণ্ড্রত্রয়, উর্দ্ধপুণ্ড্র সদা হয়।
"অ" ও উকার মকার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
সে পুণ্ড্র প্রণবময়, জানিও তাঁরে নিশ্চয়।
সদাত্মা এই ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
উর্দ্ধরেতা উর্দ্ধদণ্ড উর্দ্ধযোগ উর্দ্ধপুণ্ড্র।
চারি উর্দ্ধের উর্দ্ধপদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

ইতি বাসুদেবোপনিষৎ

শাণ্ডিল্যোপনিষৎ

রক্তাঙ্গী হংসবাহিনী গায়ত্রী দণ্ডধারিণী।
অকার আকৃতি বালা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
শ্বেতাঙ্গী তার্ক্ষ্যবাহিনী, যুবতী চক্রধারিণী।
সাবিত্রী উকার মূর্ত্তি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
কৃশাঙ্গী বৃষবাহিনী, বৃদ্ধা ত্রিশূলধারিণী।
মকার মূর্ত্তি ভারতী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
অকারাদি ত্রয়াক্ষর, সর্ব্বহেতু একাক্ষর।
পরম জ্যোতিঃ ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
মনঃ-স্পন্দ রুদ্ধ ধ্যানে, ওঙ্কারের উচ্চারণে।
বদ্ধ হয় প্রাণ স্পন্দ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি শাণ্ডিল্যোপনিষৎ

৭। (১)

যোগশিখোপনিষৎ

নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপিত, হস্তপদ সুসংযত।
করিয়া মন একাগ্র ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
সেই স্থানে ওঙ্কারেরে চিন্তিবে প্রণয় ভরে।
স্থির হবে পবমান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
অচিরে লভিবে নাদ, দূরে যাবে অবসাদ।
নাদ-জ্যোতির মিলনে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

ইতি যোগশিখ

সন্ন্যাসোপনিষৎ

সমস্ত পাপ সংঘাত, হয় যদি উপস্থিত।
দ্বাদশ সহস্র 'তার' ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
নিত্য করিবে অভ্যাস, সব পাপ হবে নাশ।
শ্রুতি বাক্য অসংশয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
প্রত্যহ যিনি সাদরে, করেন জপ ওঙ্কারে।
দ্বাদশ সহস্রবার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
দ্বাদশ মাসেতে তাঁর, হয় ব্রহ্ম সাক্ষাতকার।
কহেন সন্ন্যাস শ্রুতি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

ইতি সন্ন্যাস

তুরীয়াতীতোপনিষৎ

সব হইয়া বিস্মৃত, সেই তুরীয় অতীত।
অবধূত বেশ ধরি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
অদ্বৈত নিষ্ঠায় স্থিত, হয়ে সেই অবধূত।
পরিত্যজে কলেবর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
প্রণবাত্মকত্বভাবে, কৃতকৃত্য এই ভবে।
হন তিনি যতিবর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি তুরীয়াতীত

৭। (২)

পরমহংসোপনিষৎ

ব্রহ্মা কন ভগবন্, ব্রহ্ম প্রণব কেমন।
বলুন আমারে প্রভো ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
বলিলেন নারায়ণ, শুনহে চতুরানন।
ব্রহ্ম-প্রণব-বারতা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
যোলমাত্রা হয় তার, তুর্য্য অবস্থা গোচর।
হয় চারি অবস্থায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
জাগরিত অবস্থায়, জাগ্রদাদি চতুষ্টয়।
হয়ে থাকে প্রজাপতি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
এরূপ স্বপ্নাদি তিন, জ্ঞাত হবে সুপ্রবীণ।
তৈজসাদি (র) চাতুর্বিধ্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
জাগরিত বিশ্ব বিশ্ব, বিশ্বতৈজস ও বিশ্ব।
প্রাজ্ঞ, বিশ্বতুরীয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
তৈজস বিশ্বস্বপ্নেতে, তৈজস তৈজস তাতে।
তৈজস প্রাজ্ঞ ও তুরীয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
প্রাজ্ঞ বিশ্ব সুষুপ্তিতে, প্রাজ্ঞ তৈজস তাহাতে।
প্রাজ্ঞ প্রাজ্ঞ ও তুরীয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
তুরীয় বিশ্বতূর্য্যেতে, তুরীয় তৈজস তাতে।
তুরীয় প্রাজ্ঞ ও তুরীয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
জাগ্রদ্ বিশ্ব অকারে, জাগ্রদ তৈজস উকারে।
মকারে জাগ্রৎ প্রাজ্ঞ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৭। (৩)

ওঙ্কার অর্দ্ধমাত্রায়, জাগ্রৎ তুরীয় তায়।
বিন্দুতে স্বপনবিশ্ব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
স্বপ্ন তৈজস নাদেতে, স্বপ্ন প্রাজ্ঞ কলাতে।
কলাতীত স্বপ্ন তুরীয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
সুষুপ্ত বিশ্ব শান্তিতে, সে তৈজস শান্তাতীতে।
উন্মনীতে সুষুপ্ত প্রাজ্ঞ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
মনোন্মনীতে সুষুপ্ত, তুরীয় হয় কথিত।
পুরীতে তুরীয় বিশ্ব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
মধ্যমাতে হবে জ্ঞাত, তুরীয় তৈজস তাত।
পশ্যন্তীতে তুরীয় প্রাজ্ঞ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
তুরীয় তুরীয় হন, পরাতে হে মতিমন।
ষোলমাত্রা এইরূপ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
জাগ্রন্মাত্রা চতুষ্টয়, অকারের অংশ হয়।
উকারের স্বপ্নমাত্রা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
সুষুপ্তি মাত্রা চতুষ্টয়, মকারাংশ শ্রুতি কয়।
তুরীয় অর্দ্ধমাত্রাংশ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
পরমহংসাবধূত, আর তুরীয় অতীত।
এঁদের উপাস্য ইনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
চিন্তিলে ব্রহ্ম প্রণব, ব্রহ্ম হন আবির্ভাব।
লভেন বিদেহমুক্তি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি পরমহংসোপনিষৎ

৭। (৪)

একাক্ষরোপনিষৎ

একাক্ষরে এ অক্ষর, বিদ্যমান নিরন্তর।
সোমে সুষুম্নায় এক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
তুমিই বিশ্বজনক, পুরাণ ভূত পাবক।
পর্জ্জন্য ও অদ্বিতীয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
ভুবন রক্ষক তুমি, বিশ্বমগ্ন পথ স্বামী।
কবি মধ্যে জাতবেদা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
তুমিই হিরণ্যরেত, সকলের অগ্রে জাত।
ভুবনের নাথ তুমি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
তুমি যজ্ঞ পুরাতন, তুমি এক তুমি প্রাণ।
প্রসূতি ভুবন যোনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
একপদে ব্যাপ্ত করি, আছ বিশ্ব তুমি হরি।
তুমিই এক কুমার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

ইতি একাক্ষর

অক্ষ্যুপনিষৎ

বিশ্ব প্রাজ্ঞাদি লক্ষণ, ওঙ্কার অখিল হন।
বাচ্য ও বাচকভেদে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
'অ" ও উকার মকার এ বিশ্ব তৈজস আর।
প্রাজ্ঞ জানিবে ক্রমেতে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
সমাধি কালের আগে চিন্তা করি অনুরাগে।
সব চিতে কর লয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
সদদ্বয় নিত্য শুদ্ধ, পরম আনন্দ বুদ্ধ।
বাসুদেব আমি ওম্ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি অক্ষ্যুপনিষৎ

৭। (৫)

রুদ্র হৃদয়োপনিষৎ

আত্মা শর ধনু "তার" ব্রহ্ম শরব্য তাহার।
অপ্রমত্ত ভাবে ধীর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
তিনি হন বোধনীয়, শর সমান তন্ময়।
হয়ে রবে একীভূত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
লক্ষ্য হয় সর্ব্বগত, শরমুখ সর্ব্বগত।
সর্ব্বগত বেধকারী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
শিবলক্ষ্য অসংশয়, তাতে পশি' ভব ভয়।
কর দূর উপাসক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

ইতি রুদ্র হৃদয়

শ্রীজাবালোপনিষৎ

রেচ-পূরক-কুম্ভক, হয় বর্ণ ত্রয়াত্মক।
তাহা জানিবে প্রণব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
প্রাণায়াম সদা হয়, "অ" "উ" ও মকারময়।
"তার" জপ প্রাণায়াম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
অব্যক্ত সর্ব্বকারণ, অনিরূপ্য অচেতন।
সাক্ষাৎ পূর্ণ আত্মায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
প্রণবের দ্বারা প্রাণ, ধর তাহে মতিমান।
হয়ে যাবে সম্মিলিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
মনের সহায়ে করণ, করিয়া সমাহরণ।
আত্মায় করিবে যুক্ত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
পরম আত্মা ওঙ্কারে, ডুবে রবে চিরতরে।
রবে নাকো ভেদভাব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি শ্রীজাবাল

৭। (৬)

তারসরোপনিষৎ

ওম্ এই একাক্ষর, পরব্রহ্ম পরাৎপর।
তাহাই হন উপাস্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
সূক্ষ্ম এঁর অষ্টাক্ষর, অষ্টধা ভেদ তাহার।
অষ্টাত্মক এ ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
অকার আদ্য অক্ষর, দ্বিতীয়াক্ষর উকার।
মকার তুরীয়াক্ষর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
বিন্দু অক্ষর তুরীয়, নিনাদ পঞ্চম হয়।
জেনো কলা ষষ্ঠাক্ষর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
সে কলাতীতা সপ্তম, তৎপর অক্ষরাষ্টম।
রক্ষক বলে তারকে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
"অ" হইতে ব্রহ্মা হ'ন, জাম্ববান তাঁরে জান।
"উ" জাত উপেন্দ্র সুগ্রীব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৬॥
মকার হইতে সম্ভূত, শিব হনুমান স্মৃত।
বিন্দুই হন ঈশ্বর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
শত্রুঘ্ন সে সুদর্শন, ভরতেরে নাদ জান।
তিনি শঙ্খ পাঞ্চজন্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
কলাতে পুরুষবর, লক্ষ্মণ ধরণীধর।
সীতা স্বয়ং কলাতীতা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
তৎপর পুরুষোত্তম, পরমাত্মা সেই রাম।
সর্ব্বময় এ ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৭। (৭)

একাক্ষর এই ওম্, হন স্থাবর জঙ্গম।
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তাহার, ভূত ভবিষ্যৎ আর।
বর্ত্তমান যাহা কিছু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
অন্য তত্ত্ব মন্ত্র হয়, বর্ণ দেব ছন্দ চয়।
ঋক্ বেদ ষোল কলা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
শক্তি সৃষ্ট্যাত্মক সব, হন প্রেমদ প্রণব।
এরূপ জানেন যিনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
সে জ্ঞানীর জানিবার, অবশিষ্ট কিছু আর।
নাহি থাকে ধরাধামে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

ইতি তারসার

প্রাণাগ্নিহোত্রোপনিষৎ

বুদ্ধি সাক্ষী ও প্রেরক, অব্যক্ত আকাশাত্মক।
ঈশান জেনো পরম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
ওঙ্কার নাদ ভূষিত, জ্যোতিরাজি সুশোভিত।
রমণীয় মনোহর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
সর্ব্বভূতের গুহায়, বিচরণ বিশ্বময়।
কর তুমি নিরন্তর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
তুমি যজ্ঞ, ব্রহ্মা তুমি, তুমি রুদ্র তুমি স্বামী।
বিষ্ণু ও বষট্‌কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
আপোজ্যোতি রসামৃত, ভূর্ভুবস্ব সকলিত।
তুমি মাত্র হে ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি প্রাণাগ্নিহোত্র

৭। (৮)

গোপালপূর্ব্বতাপিনী

ওঙ্কার দ্বারা পুটিত করি' মন্ত্র যে সংযত।
গোবিন্দের পঞ্চপদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
জপ করে অনুক্ষণ, দেন তাঁরে দরশন।
শ্রীরাধারমণ হরি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
মুক্তি-ইচ্ছু সে কারণ, করিবেন অভ্যসন।
লভিতে পরম শান্তি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

ইতি গোপাল পূর্ব্ব

গোপালোত্তরতাপিনী

প্রজাপতি হৃষ্টমনে বলিলেন নারায়ণে।
চারিদেব কি প্রকারে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
একটী দেবতা হন, বলুন সে বিবরণ।
শুনিতে বাসনা মোর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
এক অক্ষর বিশ্রুত, বহু অক্ষর সম্ভূত।
হইল কিরূপে প্রভো ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
কহিলেন নারায়ণ, শুনহে চতুরানন।
পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
ছিলেন ব্রহ্ম ওঙ্কার, তাহা হতে একাক্ষর।
অব্যক্ত হইল সম্ভূত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
অক্ষর হইতে মহত, অহঙ্কার তা'হতে জাত।
জানিবে কমলাসন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
অহঙ্কার সমুদ্ভব, পঞ্চ তন্মাদি সব।
তাহা হতে পঞ্চভূত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

গোপালোত্তর তাপিনী

৭। (৯)

তাদের দ্বারা অক্ষর, বৃত হল অতঃপর।
দেখা নাহি যায় তারে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
আমি অক্ষর ওঙ্কার, অজর অমর আর।
অভয় অমৃত ব্রহ্ম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
সত্তামাত্র চিৎ স্বরূপ, আমিই অক্ষর রূপ।
মুক্ত ব্যাপক প্রকাশ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় মায়াদ্বারা চতুষ্টয়।
রোহিণী তনয় বিশ্ব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
অকারাক্ষর সম্ভব, উকারাক্ষর প্রভব।
প্রদ্যুম্ন তৈজসাত্মক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
অনিরুদ্ধ প্রাজ্ঞাত্মক, মকারাক্ষর জাতক।
জানিবে হে প্রজাপতি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
যাঁতে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, সেই কৃষ্ণ সর্ব্বগত।
জেনো অর্দ্ধমাত্রাত্মক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
মূল প্রকৃতি রুক্মিণী, জগৎ জননী তিনি।
কৃষ্ণাত্মিকা যোগমায়া ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
ব্রজস্ত্রীগণ সম্ভূত, শ্রুতিতে জ্ঞান সঙ্গতঃ।
প্রেমময়ী গোপবালা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
প্রণবত্ব হেতু তাঁরে, প্রকৃতি আদর করে।
কন ব্রহ্মবাদিগণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি গোপালত্তর তাপিনী

৭। (১০)

বরাহোপনিষৎ

প্রণব স্বরূপা ভূমিকা, "অ" "উ" অৰ্দ্ধমাত্রাত্মিকা।
স্থূল সূক্ষ্ম বীজ সাক্ষী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
ভেদে, অকার উকার, মকার চারি প্রকার।
অবস্থা জাগ্রত আদি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
জাগ্রদ্বিশ্ব "অ" স্থূলাংশে, তৈজস হয় সূক্ষ্মাংশে।
বীজে প্রাজ্ঞ, সাক্ষী তুৰ্য্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
স্বপ্ন বিশ্ব "উ" স্থূলাংশে, স্বপ্ন তৈজস সূক্ষ্মাংশে।
বীজে প্রাজ্ঞ, সাক্ষী তুৰ্য্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
সুষুপ্ত বিশ্ব "ম" স্থূলে, সূক্ষ্মেতে তৈজস বলে।
বীজে প্রাজ্ঞ, সাক্ষী তুরীয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৫॥
অৰ্দ্ধমাত্রা স্থূলে হয়, তুরীয় বিশ্ব নিশ্চয়।
সূক্ষ্মাংশে সেই তৈজস ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
তুরীয় প্রাজ্ঞ বীজাংশে, তুরীয় তুৰ্য্যর সাক্ষ্যংশে।
জানিবে এ বিবরণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
অকার অংশ তুরীয়, আদ্য দ্বিতীয় তৃতীয়।
হয় ভূমিকা ত্রিতয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
উকার তুৰ্য্য চতুর্থী, ইহা জানিও মোক্ষার্থী।
মকার তুৰ্য্য পঞ্চমী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
অৰ্দ্ধমাত্রা তুরীয়, ষষ্ঠী ভূমি তাতে হয়।
সপ্তমী তার অতীতা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৮। (১)

বরাহ

মুমুক্ষু ভূমিকাত্রয়ে, ব্রহ্মবিদ সে তুরীয়ে।
পঞ্চমে ব্রহ্মবিদ্বর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান্, ষষ্ঠেতে সেই মহান্।
বিহরেন সুখে নিত্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

সপ্তম ভূমিতে যিনি, বিহার করেন তিনি।
হন ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

প্রথমা শুভেচ্ছা হয়, যুগ্মে বিচারণা কয়।
তৃতীয়া তনুমানসা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

চতুর্থী ভূমিকা জানে, সত্ত্বাপতি জ্ঞানী জনে।
পঞ্চমীই অসংসক্তি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

পদার্থা ভাবনী বলে, ষষ্ঠী ভূমিকা সকলে।
সপ্তমী তুর্য্যগা নাম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

বরাহ চতুর্থ

সমগ্রীবাশিরকায়, সম্বৃত মুখ নাসায়।
হৃদ্বিন্দু মধ্যে তুরীয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

ক্ষরণশীল অমৃত, দেখিবে সুসমাহিত।
অপান আকর্ষি উর্দ্ধে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

প্রণবেতে উত্থাপিত, শ্রী বীজেতে নিবর্ত্তিত।
করি আচরিবে ধ্যান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

স্বকীয় আত্মার আর, জগন্মাতা শ্রীমাতার।
হবে অমৃত প্লাবন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

বরাহ

৮। (২)

হ্রস্ব দহয়ে পাতক, দীর্ঘ মোক্ষ প্রদায়ক।
প্লুত করে তৃপ্তিদান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
হ্রস্ব হয় বিন্দুগত, দীর্ঘ ব্রহ্ম রন্ধ্র গত।
দ্বাদশান্ত গত প্লুত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
সেই মন্ত্রের আসক্তি, লাভ করে তাতে কৃতী।
মন্ত্রসিদ্ধি সর্ব্বোত্তম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশন, সর্ব্বদোষ নিবারণ।
এই প্রণব ঈশ্বর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

ইতি বরাহোপনিষৎ

শাট্যায়নী

ওম্ বলিয়া আত্মারে, শান্তভাবে প্রেমভরে।
ব্রহ্মাগ্নিতে যে হবন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
জ্ঞান যজ্ঞ সেই হোম, সর্ব্ব যজ্ঞোত্তমোত্তম।
বলেছেন শাট্যায়নী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

ইতি শাট্যায়নী

মুক্তিকোপনিষৎ

অশব্দ-অস্পর্শ-নিত্য, অরূপ-অব্যয়-সত্য।
তথা রস-গন্ধহীন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
অনামগোত্র আমার, এরূপ বায়ু কুমার।
ভজ পীড়া প্রণাশক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
দ্রষ্টা স্বরূপ অক্ষর, গগনের মত পর।
সকৃদ্ বিভাত অজ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
সর্ব্বগত অলেপক, যা হয় অদ্বয় এক।
সর্ব্বমুক্ত সেই আমি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি মুক্তিকোপনিষৎ

৮। (৩)

মৈত্রী উপনিষৎ

শব্দাশব্দ ব্রহ্মাদ্বয়, সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হয়।
শব্দেতে অশব্দ মিলে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
ওম্ বলি' ত্যজি' প্রাণ, যাইলে সাধক পান।
সেই অশব্দে নিধন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
শব্দ মাত্রই ওঙ্কার, এই পরম অক্ষর।
ইহার অগ্র অশব্দ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
শান্ত অশোক অমৃত, তৃপ্ত অভয় অচ্যুত।
স্থির অচল আনন্দ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
ধ্রুব বিষ্ণু অভিধান, পরম ও পরায়ণ।
তাই ধ্যেয় সবাকার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
যেই দেব পরাৎপর ওঙ্কার নাম তাঁহার।
শব্দহীন শূন্যভূত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
হৃদয়ে অথবা শিরে অভ্যাস করিবে ধীরে।
হবে কৃতকার্য্য তায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
নিদ্রায় ইন্দ্রিয়মত, লীনে তারা শুদ্ধচিত।
ধ্যানে স্বপ্ন সম যেই ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
দেখে ভারূপ বিজ্বর, প্রণবাখ্য প্রণেতার।
নিদ্রামৃত্যু শোকহীন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
সে জন তদ্রূপ হয়, ইথে নাহিক সংশয়।
কর ধ্যান সর্ব্বক্ষণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি মৈত্রী

ইতি উপনিষৎ

৮। (৪) রামায়ণ

তুমি যজ্ঞ বষট্‌কার, তুমি প্রভব ওঙ্কার।
পরাৎপর নিধন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
সাবিত্রী সত্য ওঙ্কার, তুমি ধরাধর-ধর।
পৃথিবী, দেব অনন্ত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
ইতি রামায়ণ

শ্রীমদ্ভাগবত

গৃহ হতে প্রব্রজিত, পুণ্যতীর্থ জলাপ্লুত।
ধীর পবিত্র নির্জ্জনে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
বসিয়া শুদ্ধ আসনে, জপিবেন মনে মনে।
ওঙ্কার অক্ষর পর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
২।২

না বিস্মরি ওঙ্কারে, মনের সংযম ধীরে।
করিবেন শ্বাসজয়ী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
অগ্রে প্রণবই বেদ আমি ধর্ম্ম চতুষ্পদ।
মহাবৃষরূপধারী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
নিষ্পাপ সাধকগণ, করে তারা উপাসন।
হংস মোরে সমাদরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
১১।১৭ অঃ

পূর্ব্বে বেদ এক হয়, প্রণব সর্ব্ব বাঙ্ময়।
দেব মাত্র নারায়ণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
একমাত্র হুতাশন, বর্ণও এক তখন।
নাহি ছিল ভেদ ভাব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
৯।১০ অঃ

নাদ হতে অতঃপর, ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঙ্কার।
অব্যক্ত প্রভব স্বরাট্ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥
হইলেন আবির্ভূত তিনি লিঙ্গ হন তাত।
ব্রহ্ম পরম আত্মার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০ক॥
ইতি ভাগবত

৮। (৫)

শ্রীগীতা

সর্ব্ব বেদেতে প্রণব আকাশেতে শব্দ সব।
মানবে পৌরুষ আমি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

৭ অঃ

ইন্দ্রিয়ের দ্বার যত, সমস্ত করি সংযত।
মন রোধি' হৃদি মাঝে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
ভ্রূমধ্যে আপন প্রাণ, যতনে করি' স্থাপন।
যোগাভ্যাসে হয়ে স্থিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
ওম্ ব্রহ্ম একাক্ষর, বলি' মুখে অতঃপর।
স্মরণ করত মোরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
ত্যজি' দেহ যেই জন, করেন মহাপ্রস্থান।
পান তিনি পরাগতি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

৮ অঃ

বেদ্য পবিত্র ওঙ্কার, ঋক্, সাম, যজুঃ আর।
বাক্যে প্রণব অক্ষর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

১০ অঃ

ওঁ তৎসৎ ইত্যাকার, ব্রহ্মের তিন প্রকার।
নাম হয়েছে কথিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
ত্রিবিধ নির্দ্দেশদ্বারা, বিপ্র বেদ যজ্ঞ পুরা।
হইয়াছে বিনির্ম্মিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
ওম্ করি' উচ্চারণ, যত বেদবাদিগণ।
শাস্ত্র বিহিত বিধানে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
করেন যজ্ঞাদি কর্ম্ম, দান ও তপস্যা ধর্ম্ম।
সতত সংযত মনে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি শ্রীগীতা

৮। (৬)

বিষ্ণু পুরাণ ৩য় অংশ

ওম্ এই একাক্ষর, ব্রহ্ম স্বরূপ তাহার।
সেইরূপে ব্যবস্থিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

বৃহৎ বলিয়া আর, হেতু শব্দ করিবার।
ব্রহ্ম এঁর অভিধান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

ভূর্ভুবঃ-স্বর্লোকত্রয়, নিত্য অবস্থিত হয়।
পরম ব্রহ্ম প্রণবে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

ঋগ্-যজুঃ-সামাথর্ব্ব, তিনি হন বেদ সর্ব্ব।
সেই ব্রহ্মে নমস্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

জগতুৎপত্তি প্রলয়, যে ওঙ্কার হতে হয়।
মহৎ পরম গুহ্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

আদ্যন্ত-শূন্য অপার, করি তাঁরে নমস্কার।
তমঃ-সত্ত্ব-রজঃ লয়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

ভোগ-মোক্ষ প্রয়োজন, করেন যিনি সাধন।
পুনঃ নমি সে ওঙ্কারে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

সাঙ্খ্য জ্ঞানবান্ জন, যাঁরে পরা নিষ্ঠা কন।
সংযমী বিবেক হেতু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

সেই অব্যক্ত অমৃত, প্রবৃত্ত ব্রহ্ম শাশ্বত।
প্রধানও আত্মযোনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

অবিভাগ গুহা সত্ত্ব, শুক্লাক্ষর পরতত্ত্ব।
তাঁরে নিত্য নমো নমঃ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ।১০॥

বি, পু

৮। (৭)

কাশীখণ্ড পূর্ব্বার্দ্ধ

বেদাদি সর্ব্ব বাঙ্ময়, তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়।
সে কারণ বেদজাপী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

যতনে অভ্যাস তাঁরে, করিবে অতি আদরে।
বেদ আদি সে প্রণব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

পরব্রহ্ম একাক্ষর, প্রাণায়াম তপঃ পর।
গায়ত্রীর শ্রেষ্ঠ নাই ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

নাহিক আর পাবন, এই তিনের সমান।
শুনহে কলসোদ্ভব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

সগুণ নির্গুণ আর, বিশ্বরূপ মায়াকার।
অনাখ্য নাদ সদন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

পরানন্দ কলেবর, শব্দ ব্রহ্ম নাম যাঁর।
সব বাঙ্ময় কারণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

বিন্দুরূপ পরাৎপর, কারণ কারণপর।
জগৎ উৎপত্তি হেতু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

নাদের উপরিস্থিত, তপস্যায় পূতচিত।
হেরিলেন প্রজাপতি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

ইতি কাশীখণ্ড

অথ হরিবংশ

যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণ মনদ্বারা অধ্যয়ন।
করেন এই ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

সর্ব্ব কর্ম্ম হতে তাঁরা পৃথক্ হইয়া ত্বরা।
নাদেতে ডুবিয়া যান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৮। (৮)

হরিবংশ

মনীষী ব্রাহ্মণগণ, সাধনার ধন কন।
পরম ব্রহ্ম ওঙ্কারে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

ইনি চেতনার সহ, বিচরেন অহরহ।
সর্ব্ব ভূত অভ্যন্তরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

মহানাদ এই স্বন, ব্রহ্মজাত পুরাতন।
বলেন দ্বিজাতিদল ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

এ অক্ষর বায়ুভূত, অরূপী রূপ-সংযুত।
ধাতু সহ যুক্ত হয়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

ভূতমধ্যে বিচরণ, করেন এই স্বাধীন।
স্বেচ্ছামত কর্ম্মকারী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

পূর্ব্বে এঁরে ধ্যান করি, মানসেতে যেন পূরি।
বেদাত্মক যজ্ঞ কর্ম্ম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

মনীষী ব্রাহ্মণদল, সেই কর্ম্ম সুনির্ম্মল।
করেন চিন্তন সুখে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

ব্রহ্মলোক কাঙ্ক্ষমাণ, পবিত্র দান্ত ব্রাহ্মণ।
চিন্তিয়া সেবিয়া তাঁরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

উত্তম সে বিষ্ণুপদ, অনন্ত-সুখ-আস্পদ।
লভেছেন চিরতরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

১৯ অঃ

নমঃ প্রণব শরীর, বেদরূপ ক্ষরাক্ষর।
আয়ুধ শাস্ত্র ধারকে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৮৯ অঃ

৮। (৯)

হরিবংশ

বিষ্ণু নারায়ণ পর, ত্রিভুবনে নাহি আর।
অন্য কোন দেব দেবী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
ওম্ করি' উচ্চারণ, সতত ব্রাহ্মণগণ।
ধ্যান কর সে কেশব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

ইতি হরিবংশ

সমাত্র অক্ষর যত, সবে বিন্দু সমাশ্রিত।
বিন্দু ভিন্ন হয় নাদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
বিন্দু নাদে মিশে' গেলে, নাদ কোথা যান চলে'।
বলুন করুণা করি' ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
শব্দ যেই অনাহত, তার ধ্বনি অখণ্ডিত।
ধ্বনি মাঝে আছে জ্যোতিঃ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৫॥
জ্যোতিঃ অভ্যন্তরে মন, যেথা মন হয় লীন।
(তাহা) বিষ্ণুর পরমপদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

ইতি উত্তরগীতা

যোগীযাজ্ঞবল্ক্য

ধর্ম্ম্য মঙ্গল পাবন, সর্ব্বকাম প্রসাদন।
ওঙ্কার পরম ব্রহ্ম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
সর্ব্ব মন্ত্রের নায়ক, মুখ কমল জাতক।
তপস্যাসিদ্ধ ব্রহ্মার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
সব মন্ত্র প্রয়োগেতে, আদিতে হবে ওঁ দিতে।
তাহাতে উত্তমরূপে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
হইবে পরিপূরিত, যজ্ঞকর্ম্ম যথোচিত।
নাহিক সন্দেহ ইথে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি যোগীযাজ্ঞবল্ক্য

৮। (১০)

বশিষ্ঠ

আদ্য ব্রহ্ম মন্ত্রাক্ষর, গুহ্য অতি গুহ্যতর।
ত্রয়ী যাতে প্রতিষ্ঠিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
যিনি জানেন ইঁহারে, বেদবিদ্ বলি তাঁরে।
বিপরীতে অবেদজ্ঞ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
একমাত্র সুবিজ্ঞেয়, সকল যোগীর ধ্যেয়।
প্রণব যোগ সাধন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
সর্ব্ব সিদ্ধান্ত গৃহীত, অন্য ব্রহ্ম বেদী যত।
বলেছেন তার স্বরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
চারিবেদে যে ব্রাহ্মণ, সূক্ষ্ম ব্রহ্ম জ্ঞাত নন।
করেন ভ্রমণ হেথা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
না জানিলে সে ওঙ্কারে ঘুরিতে হবে সংসারে।
অন্ধকারে চিরদিন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
ভারাক্রান্ত বেদভারে, গর্দ্দভ বলয়ে তারে।
জানেনা ওঙ্কার যেই ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
যিনি হন অবগত, ত্রিমাত্রা উপরিস্থিত।
বিবর্জ্জিত মাত্রাক্ষর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
অচিন্ত্য সূক্ষ্ম অব্যয়, শুদ্ধ নিষ্কল অভয়।
তাহাই পরম পদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
সুধা তৃপ্তের যেমন, দুগ্ধে নাহি প্রয়োজন।
তথা অন্তে তারজ্ঞের ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৯। (১)

মনু বৃহদ্ বিষ্ণু

একমাত্র নালদ্বারা যথা পত্র থাকে ধরা।
সেইরূপ এই বিশ্ব ওঁ নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
আছেন ধরিয়া ওঙ্কার, তিনি বিনা কিছু আর।
নাহিক ভুবন ত্রয়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
প্রাণায়াম তথা জপে, নাশয়ে নিঃশেষ রূপে।
অশেষ পাতকরাশি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
ধারণা শকতি ধ্যানে, লাভ করে যোগিজনে।
নাদ লভি মুক্ত হয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

ইতি মনু বৃহদ্ বিষ্ণু

যাজ্ঞবল্ক্য

সমস্ত সিদ্ধগণের আর বেদ বেদান্তের।
অন্য শাস্ত্র সকলের ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
নিষ্পত্তি জন্য ওঙ্কার হয়ে থাকে ব্যবহার।
বলেছেন যাজ্ঞবল্ক্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
বেদাদি প্রণব স্মৃত, প্রণবে হয় নিহিত।
জপ বাঙ্ময় প্রণব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

ইতি যাজ্ঞবল্ক্য

ছান্দোগপরিশিষ্ট

ওঙ্কার অগ্রে না দিলে বজ্র ভয় হয় বলে।
আরম্ভে ওঙ্কার দেয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
দান, যজ্ঞ, উপাসন, জপ, ধ্যান, অধ্যয়ন।
সন্ধ্যা, প্রাণায়াম, হোম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
আদি অন্তে সকলের উচ্চারণ প্রণবের।
করিবেন বিপ্রগণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি ছান্দোগপরিশিষ্ট

৯। (২)

স্কন্দপুরাণ

সংযুক্ত তিন অক্ষর এই মন্ত্র একাক্ষর।
মাঘ মাসে হিতকারী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

আমার বিশ্বপাবন, সেবিত ব্রহ্মাণ্ডগণ।
তুরীয় কলাশোভিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

বিষ্ণু গম্য বিষ্ণু মধ্য, সকলের সমারাধ্য।
মন্ত্রত্রয় সমন্বিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

মহাবিদ্যাদি সেবিত, নিষ্কাম মুনি বাধিত।
এই প্রেমদ ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

মহাদুঃখ বিনাশক, অখণ্ড সুখদায়ক।
নাভি হতে শিরে ব্যাপ্ত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

ধ্যান করি সে ওঙ্কার, জ্ঞানরূপ সুখাধার।
জানি সর্ব্বগত ব্রহ্ম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

দেহশোধন তৎপর, হইয়া তদনন্তর।
পদ্মাসন পর হয়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

অর্চ্চিয়া জ্ঞানলোচন, নেত্র করি নিমীলন।
সংহত কর যুগল ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

তড়িৎ কোটি প্রতীকাশ কোটি সূর্য্য সমভাস।
লক্ষ চন্দ্র সমাচ্ছন্ন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

দ্যোতিত পূর্ণ অখিলে, সেই পুরুষে চিনিলে।
না হয় স্তনপ আর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি স্কন্দপুরাণ

৯। (৩)

মার্কণ্ডেয় পুরাণ

বিশ্বপাদ শিরানন বিশ্বেশ বিশ্বভাবন।
যাহা প্রাপ্তির আশায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

ওম্ এই একাক্ষর, মহাপুণ্য নিরন্তর।
জপিবে একাগ্রমনে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

কর তাঁর অধ্যয়ন, আর স্বরূপ শ্রবণ।
আচরিবে ভক্তিভাবে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

"অ" উকার মকার; তিনটি মাত্রা তাঁহার।
সাত্ত্ব, রাজস, তামস ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

যোগিগম্যা যে নির্গুণা, অর্দ্ধমাত্রা সুশোভনা।
হয় অভিধান তাঁর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

গান্ধারী তিনি বিজ্ঞেয়া, গান্ধার স্বর সংশ্রয়া।
পিপীলিকা গতি স্পর্শ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

শিরে উচ্চরিত হলে, লক্ষ্য করি' কুতূহলে।
ধ্যানে মগ্ন হন যোগী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

হয়ে ওঙ্কার প্রেরিত, শিরে হলে উপস্থিত।
তখন ওঙ্কারময় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

হ'ন সেই যোগিবর, অক্ষরে নিত্য অক্ষর।
পরম আনন্দে মগ্ন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

ওঙ্কার ধনু ধরিয়া, সে ব্রহ্মে বিদ্ধ করিয়া।
হয়ে রবে সম্মিলিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

৯। (৪)

মার্কণ্ডেয় পুরাণ

বেদলোক অগ্নিত্রয়, ওঙ্কারের মাত্রা হয়।
সে অৰ্দ্ধমাত্রা তুরীয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

যে যোগী তাহাতে যুক্ত, তিনি হন লয়প্রাপ্ত।
তুর্য্যা মুক্তি প্রদায়িনী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

ভূ লোক "অ"কার হয়, ভুবলোক "উ" নিশ্চয়।
স্বর্ হসন্ত মকার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

আদ্যামাত্রা হন ব্যক্তা, দ্বিতীয়া জেনো অব্যক্তা।
চিচ্ছক্তি মাত্রা তৃতীয়া ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

অৰ্দ্ধমাত্রা পরং পদ, তাহা আনন্দ সম্পদ।
যোগভূমি এই ক্রমে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

ওঁ উচ্চারণে গৃহীত, হয় সত ও অসত।
কিছু নাই ওম্ ভিন্ন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

হ্রস্ব দীর্ঘ আর প্লুত, মাত্রাত্রয় হবে জ্ঞাত।
অৰ্দ্ধমাত্রা অনুচ্চার্য্যা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

এই যে ব্রহ্ম অক্ষর, নাম পরম ওঙ্কার।
ইঁহারে জানেন যিনি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

অথবা করেন ধ্যান, সংসার ত্যজিয়া যান।
মুক্ত হয়ে বন্ধত্রয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

পরমাত্ম সে পরম, প্রাপ্ত হন ব্রহ্মধাম।
ঘুচে যায় যাতায়াত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণ

৯। (৫)

শিবপুরাণ

প্রণবের ভেদদ্বয়, স্থূল আর সূক্ষ্ম হয়।
সূক্ষ্ম জেনো একাক্ষর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

স্থূল হন পঞ্চাক্ষর, ব্যক্ত বর্ণ হয় তার।
অব্যক্ত সূক্ষ্ম পঞ্চার্ণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

জীবন্মুক্ত সর্ব্বসার, হয়েন সূক্ষ্ম ওঙ্কার।
স্বদেহ বিলয়াবধি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

মন্ত্রের অর্থানুসন্ধান, করিবেন মতিমান্।
শরীর গলিত হ'লে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

পরিপূর্ণ সেই শিব, হবে লভ্য ধ্রুব তব।
মন্ত্রজাপী পায় যোগ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

ছত্রিশ কোটি যে জনে, জপেন মন্ত্র যতনে।
যোগ পান সুনিশ্চয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

অকার-উকার-যুত, মকার বুদ্ধি-কথিত।
অকার উকার মুক্ত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

মকারেতে অবস্থিত, পরপদ হন গত।
হয়না জনম আর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

ওঙ্কার 'অক্ষর' স্মৃত, তাই ব্রহ্ম প্রকীর্ত্তিত।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

দ্বয় মধ্যে একতর, হৃদয়ে করি ওঙ্কার।
ধ্যানযুক্ত হবে যোগী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

শিব পু—সনৎকুমার সংহিতা

৯১ (৬)

বৈদিক ও যোগিজন, ওঙ্কার বাঞ্ছিত ধন।
ধ্যানীর না হয় জন্ম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

যবে হইয়া প্রেরিত, মস্তকেতে উপস্থিত।
হ্ন পরম ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

লভি' অক্ষর ওঙ্কার, যোগীও হন অক্ষর।
একরূপে চিরস্থিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

ইতি শিব পু—সনৎ সং

পরম ব্রহ্ম ওঙ্কার, তাহা ভিন্ন কিছু আর।
নাহিক ভুবন ত্রয়ে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

পঞ্চমাত্রা হয় তাঁর, প্রথমা, দ্বিতীয়া আর।
জ্ঞেয়া অক্ষর মালিনী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

নিমেষা নাম তৃতীয়া, যোগ চিন্তক বিজ্ঞেয়া।
পিপীড়িতা গুণহীনা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

অকার বিদ্যুতা নাম্নী, উকারাক্ষরগামিনী।
মকার আখ্যা নিমিষা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

সে প্রশান্তা পিপীড়িতা, অক্ষর হ'ন কথিতা।
মুক্তি লভে জানি তাঁরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৮।

অকার কমলাসন, উকার মধুসূদন।
মকার আমার উমা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

ওঙ্কারে হইয়া যুক্ত, হন যোগী নিত্য মুক্ত।
ডুবেন একের ধ্যানে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

শিবপুরাণ বায়বীয় সংহিতা

৯। (৭)

শিবপুরাণ

প্রণব বাচ্য শঙ্কর, ভাবনা ও জপে তাঁর।
পরাসিদ্ধি হয় লাভ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

সেই হেতু একাক্ষর, বলেন দেবতা বর।
যতেক বেদজ্ঞগণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

বাচ্য বাচক অভেদ, মনে ভাবি' বেদবিদ্।
ওঙ্কারেই শিব কন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

চারিটি মাত্রা ইঁহার, বলেছেন শ্রুতিসার।
'অ' 'উ' মকার ও নাদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

ঋক্ই অকার হন, যজুরে উকার কন।
সামবেদ সে মকার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

সেই সে অথর্ব্ব বেদ, তূর্য্যমাত্রা হন নাদ।
জ্যোতিঃরাজি বিভূষণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

মহাবীজ সে অকার, রজোগুণ সৃষ্টিকর।
চতুর্মুখ প্রজাপতি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

প্রকৃতি যোনি উকার, শুদ্ধ সত্ত্ব মুরহর।
পালয়িতা সবাকার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

পুরুষ বীজ মকার, তমঃ সংহারক হর।
অর্দ্ধ নারীশ্বর দেব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

নাদ পরম পুরুষ, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ঈশ।
সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

শিবপুরাণ বায়বীয় সংহিতা

৯। (৮)

শক্তিগীতা

নাদাত্মক এ ওঙ্কার, যোগী করি অধিকার।
আশু সত্য লোকাবধি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
পাইতে সমর্থ হয়, ইথে নাহিক সংশয়।
ওঙ্কার কৃপায় মোর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
কর্ম্মনিষ্ঠ নরবর, যোগনিষ্ঠ তথামর।
ওঙ্কার করি আশ্রয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
দেবযান গতি গত, নাহি হয় প্রত্যাগত।
লভিয়া সে বিষ্ণুপদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

ইতি শক্তিগীতা

দেবীপুরাণ

ওঙ্কার হইতে চিত্ত, পুনঃ পুনঃ হলে ক্ষিপ্ত।
তাতেই করিবে লগ্ন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
বার বার হয়ে শ্রান্ত, তথাপি না হবে ক্ষান্ত।
দীর্ঘকাল এইরূপ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
করিয়া ওঙ্কার ধ্যান লভিবে হে মতিমান্।
গুহ্য গুহ্যতর পদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

ইতি দেবীপুরাণ

উৎপন্ন যদি বিজ্ঞান, নাহি হয় ভক্তিমান্।
বিরক্ত প্রীতি সংযুত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
যতদিন দেহ রবে, জপিবে একান্তভাবে।
প্রণব ব্রহ্মের বপু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
পর ব্রহ্ম সে ওঙ্কার, মহাযোগ সারাৎসার।
অক্ষয় সাবিত্রী হয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি কূর্ম্মপুরাণ

৯। (৯)

মন্ত্রযোগ সংহিতা

শ্রুত ব্রাহ্ম্য বাক্য সেই, প্রণব শুনয়ে যেই।
গত হন ব্রহ্ম ধামে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

সে প্রণব উচ্চারণ, করেন যে প্রেমী জন।
পরম প্রণয় ভরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥২॥

নয়ন পথেতে যাঁর, প্রণব করেন বিহার।
তাঁর দৃষ্ট ব্রহ্মপদ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

ব্রাহ্ম্যরূপ হন প্রাপ্ত, যাঁর মনে সদাযুক্ত।
এই প্রণব মহান্ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

প্রণব সেতু শাস্ত্রের, আর সকল মন্ত্রের।
বলেছেন ঋষিগণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

পূর্ব্বে না বলি' ওঙ্কার, কর্ম্ম যে করে তাহার।
সেতুহীন বারি সম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

মন্ত্র নিকর ক্ষরিত, হয়ে থাকে সুনিশ্চিত।
সে হেতু প্রযোজ্য অগ্রে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

ত্রয়ী যাতে প্রতিষ্ঠিত. ব্রহ্ম বলি পরিচিত।
এই আদ্য মন্ত্রাক্ষর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

সর্ব্ব মন্ত্র প্রয়োগেতে, ওম্ দেয় সর্ব্বাগ্রেতে।
তাতে হয় পরিপূর্ণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

ওঙ্কার যুক্ত সকল, কর্ম্মেতে হয় সফল।
বৈদিক করমচয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি ম, যো, সং

৯। (১০)

তন্ত্রসার

পরানন্দময় নিত্য, চেতন একক সত্য।
সে প্রণব গুণাত্মক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
আত্মার অভেদস্থিত, যোগী ভাবিবে সতত।
বিজনে একান্ত মনে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
বেদবাক্য অতিদূরে, আছ সে প্রণব বরে।
স্ব সংবেদ্য গুণে জ্ঞেয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
আনন্দ সুরস এক, পারাবার সে তারক।
আত্মায় মনোমন্দিরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
আত্মনিষ্ঠ যোগিগণ, অনুক্ষণ বিলোকন।
করেন পরমানন্দে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ॥৫॥
সত্য হেতু বিবর্জ্জিত, বেদবাক্য আদিভূত।
ভুবনত্রয় কারণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
ব্যাপ্ত স্থাবর জঙ্গম, সে চৈতন্য নিরূপম।
সকলের অন্তর্গত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
রবি-চন্দ্র-বহ্নি-কায়, নিত্যানন্দ গুণালয়।
ওঙ্কারাত্মক আত্মারে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
সংযত অতি সুকৃত, হেরেন প্রতি নিয়ত।
সমাধি যোগেতে তাঁরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
পরিচিত প্রণবের, দ্বারা পঞ্চ বিভবের।
সতত মান অগম্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

১০। (১)

তন্ত্রসার

শ্রুতিশির অন্বেষিত, অবিনশ্বর অচ্যুত।
সচ্চিৎ সমস্তগামী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
তেজের কারণ তেজঃ, নিবিড় পরম ভজ।
অমৃত সলিল রাশি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
নিগমের আদি বীজ, ত্রিমূর্ত্তির মূল অজ।
হিরণ্ময় বহুবর্ণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
অঙ্গুষ্ঠ মাত্র অমল, সংস্থিত রবিমণ্ডল।
কেবল চৈতন্যরূপ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
তেজোময় প্রকাশক, পুরুষ বিশ্বপাবক।
ভজে তাঁরে সাধুগণে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
তার তত্ত্ব মুখাম্বুজ, বর্ণ আত্ম বাহু ব্রজ।
(ভজ) বেদপাদ চতুষ্টয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

ইতি তন্ত্রসার

যোগবাশিষ্ঠ

চিত্তেন্দ্রিয় ক্রিয়াজিত, মৃদু আসনে সংযত।
বসিয়া তাবত্ কাল ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
ওঙ্কারের উচ্চারণ, মনঃ প্রসন্ন কারণ।
করিবেন অবিরত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
বোধাত্মা পরমেশ্বর, পরম আত্মা অন্তর।
ইনিই সকল হন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
প্রণব বেদ সম্মত, বলেন বেদজ্ঞ যত।
এঁরই বাচক নাম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি যোগবাশিষ্ঠ

১০। (২)

লিঙ্গপুরাণ

প্রণব বাচ্য শিবের, ভাবনায় ও জপের।
সহায়েতে পরাসিদ্ধি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
অতিশীঘ্র লাভ হয় নাহিক ইথে সংশয়।
জপ তুমি অনিবার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
ব্রহ্মময় চরাচর, এক সব ধ্যান কর।
শান্তিকামি দ্বিজোত্তম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
অহম্ এই করি স্মরণ, ত্যজিবে তুমি ব্রাহ্মণ।
চরাচরের বিভাগ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

ইতি লিঙ্গপুরাণ

বিশ্বসার

সেই ওঙ্কার কথিত, গুণত্রয় সমন্বিত।
শিব, ব্রহ্মা ও মাধব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
ওঙ্কারেতে প্রতিষ্ঠিত, জানিবে তা সুনিশ্চিত।
মাত্রাত্রয় দেবত্রয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

ইতি বিশ্বসার

চতুর্দ্দশ বিদ্যা সব, হন প্রণব প্রভব।
তপঃ, ধ্যান, কর্ম্মাকর্ম্ম ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
ধরা জানিবে অকার, পীতবর্ণ হয় তার।
উকার বিদ্যুদ্‌বর্ণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
শুক্লবর্ণ সে মকার, ধ্রুব ব্রহ্ম একাক্ষর।
ওঙ্কারেতে ব্যবস্থিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
স্থিরাসনে নিত্যস্থিত, চিন্তা-নিদ্রা-বিবর্জ্জিত।
আশু যোগী হবে ধ্যানে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনী

১০। (৩)

রুদ্র যামল

একদেহ দেবত্রয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মৃত্যুঞ্জয়।
মম বিগ্রহ রচিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
ব্রহ্মা করেন সৃজন, পালন সে নারায়ণ।
মহেশ্বর সংহারক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
প্রণব হইতে জাত, যোগ বিঘ্নকর স্মৃত।
অকার বর্ণ ব্রহ্মার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
শব্দরূপ মহাজ্ঞান, প্রণবান্তর্গত হন।
যোগপূরক আশ্রয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
বৈষ্ণব বর্ণ উকার, শব্দভেদী সে ঈশ্বর।
("তার") প্রণব মধ্যগ সত্ত্ব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁওঁওঁ ॥৫॥
যোগ কুম্ভক আশ্রয়, উকারে করিতে হয়।
আচরিবে প্রাণায়ামী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
মকার রূপ শাম্ভব, চন্দ্র জ্যোতির উদ্ভব।
জীবভূত নাদময় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
প্রণব মাঝারে স্থিত, লয়স্থান অভিহিত।
আশ্রয় করিবে তাঁরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

ইতি রুদ্রযামল

ঘেরণ্ড সংহিতা

ভ্রূযুগল মধ্যগত, মনের উপরিস্থিত।
যেই প্রণব আত্মক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
তেজঃ-জ্বালাবলিযুত, ধ্যান করে জিতচিত।
তারে বলে তেজোধ্যান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁওঁওঁ ॥১০॥

ইতি ঘেরণ্ড সংহিতা

১০। (৪)

শিবগীতা

ইহাই ব্রহ্ম অক্ষর, ইনিই অক্ষর পর।
এ অক্ষর হয়ে জ্ঞাত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

যোগেশ্বর জনগণ, ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্।
হন নাহিক সন্দেহ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

বেদ, ধেনু, বৃষ নামে উক্ত যিনি ধরাধামে।
তিনিই সেতুর পতি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

অমৃত করি' ধারণ, মেদ ছন্ন কোশে হন।
পরম ব্রহ্ম ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

রক্ত রবি সৌদামিনী, চতুর্থী শুক্ল বর্ণিনী।
চারিটী মাত্রা তাঁহার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

জাত আর জায়মান, বিশ্ব, ভূত ও ভুবন।
ওমে প্রতিষ্ঠিত সব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

বিচিত্র বহু প্রকার, যাহা কিছু আছে আর।
সকলই মহেশ্বর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

পরব্রহ্ম সনাতন, নিখিল ওঙ্কার হন।
প্রাণ লীন হয় তাতে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

সে কারণে এ ওঙ্কার, জপে যেই অনিবার।
মুক্ত সেই অসংশয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

প্রণবের দ্বারা মোরে, পত্র-পুষ্প দান করে।
হয় তাহা কোটিগুণ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি শিবগীতা

১০। (৫)

গীতাসার

ওঙ্কার প্রভবদেব, স্মর ওঙ্কার সম্ভব।
ওঙ্কার জাত ত্রৈলোক্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
পাদ দ্বয়ে তাঁর তল, তার ঊর্দ্ধেতে বিতল।
সে সুতল জঙ্ঘাদেশে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
গুল্‌ফদেশে রসাতল, সক্‌থিতে তলাতল।
মহাতল গুহ্যদেশে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
সন্ধিতে পাতাল তাঁর, ভূর্লোক নাভিতে আর।
ভুব হয় কুক্ষিগত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
স্বর্গলোক হৃদিস্থিত, মহঃ বক্ষে সুশোভিত।
কণ্ঠে রাজে জনলোক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
সত্যলোক জ্যোতির্ম্ময়, শিরে তাঁর শোভা পায়
সে ভুবন চতুর্দ্দশ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
বসে নিত্য হৃদি প্রাণ, গুহ্যদেশেতে অপান।
সে সমান নাভিদেশে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
উদান কণ্ঠগ হন, সর্ব্বদেহে ধ্যান রন।
বায়ু পঞ্চক ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

ইতি গীতাসার

বায়ুপুরাণ

চতুর্ম্মুখ-মুখজাত, চতুর্দ্দশ স্বর তাত।
নানা বর্ণ দিব্য স্বর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
সেই অক্ষর প্রভব, অকার হ'তে সম্ভব।
ত্রিষষ্টি বর্ণ সকল ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি বায়ুপুরাণ

১০। (৬)

বেদান্ত রামায়ণ

চিন্ত করি সমাহিত, যাহা ব্রহ্ম তপোজাত।
শুন সে প্রণব কথা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
পূর্ণমন্ত্র একাক্ষর, বেদাদি ব্রহ্ম ওঙ্কার।
তাঁহারে কর ভজন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
যাঁহা হতে প্রকটিত, জপযোগ্য মন্ত্র যত।
সকল বেদ বেদাঙ্গ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
তপস্যার অনুষ্ঠান, কিম্বা সদ্‌গুরু সেবন।
অথবা নিত্য স্বাধ্যায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
কিছু নাহি প্রয়োজন, মাত্র ওঙ্কার জপন।
দেয় সিদ্ধি সুনিশ্চয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
এ মন্ত্র আকাশময়, মধ্যে দেবতা নিচয়।
করিছেন অবস্থান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
নাহি জানে যে ওঙ্কার, নিরর্থক জন্ম তার।
হয় সার যাতায়াত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
জপ্য মন্ত্র এ ওঙ্কার, জানেন যে মহাসার।
সে পরম পদে যান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
দ্বি সন্ধ্যায় প্রিয়তম জপকর অনুপম।
মনে-মনে এ ওঙ্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
সর্ব্বপাপ হবে নাশ, পূর্ণ হবে অভিলাষ।
সহস্র প্রণব জপে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

১০। (৭) বেদান্ত রামায়ণ

বলিলেন তাঁরে হরি দয়াময় কৃপা করি'।
মোদের করুন দান ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
ধ্যান যোগ্য তত্ত্বসার, অনুষ্ঠান মাত্র যার।
হইব পূর্ণ সমর্থ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
শুনিয়া লোক শঙ্কর, নাদাত্মতত্ত্ব শঙ্কর।
দিলেন প্রণবাত্মক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
পাইয়া তত্ত্ব পরম, জ্ঞাত হয়ে তার মর্ম্ম।
শ্রেয়োমার্গ সমাশ্রয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥
করিয়া তাঁহারা সবে, জপ করি' সে প্রণবে।
জানিলেন মন্ত্রতত্ত্ব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

ইতি বেদান্ত রামায়ণ

কামধেনু তন্ত্র

"অ"-"উ"-"ম"-বিন্দু ও রব, পঞ্চ রশ্মি এঁরা সব
হয় সেই প্রণবের ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সর্ব্বগ কলা অপর।
সব জাত রশ্মি হতে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

ইতি কামধেনু তন্ত্র

প্রপঞ্চসার

"অ"-"উ"-"ম"-বিন্দু ও নাদ, শক্তি-শান্তি তার ভেদ
বলিয়া হয় কথিত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

ইতি প্রপঞ্চসার

প্রণবকল্প

পরম ব্রহ্ম প্রণব, প্রণব পরম শিব।
প্রণব পরম বিষ্ণু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
প্রণব সকল দেব, জগদুদ্ভব প্রণব।
প্রণবায় নমো নমঃ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

১০। (৮)

প্রণব কল্প

উৎপত্তি-স্থিতি-লয় বিশ্বের যাহাতে হয়।
কার্য্য-কারণ-কারক ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
নমস্কার সে ওঙ্কারে, করি আমি বারে-বারে।
সকল ভূত স্বরূপে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
সর্ব্বভূতে লুক্কায়িত, শাস্তা হন সর্ব্বভূত।
নমো নমো সে ওঙ্কারে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
সৃজি' বিশ্ব চরাচর, প্রবিষ্ট তার অন্তর।
সে প্রণবে নমস্কার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

ইতি প্রণবকল্প

গায়ত্রীতন্ত্র

মহারাজ কলিকালে ধ্যানই প্রশস্ত বলে।
করি' ধ্যান দশবার ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
প্রণব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, প্রাতঃকালে একনিষ্ঠ।
জপিবে ভকতিভরে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
বিযোজিত জপধ্যান, হয়নাকো কোন জন।
"তারে" অধিকারী কভু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
প্রণব বিহীন যেই, অধিকারী নহে সেই।
সন্ধ্যা ও উপাসনায় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

ইতি গায়ত্রীতন্ত্র

গৌড়পাদ

পাদে পাদে সে ওঙ্কারে জানিবে প্রণয় ভরে।
পাদ মাত্রা অসংশয় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
পাদশঃ জানি' ওঙ্কার, কিছু না ভাবিবে আর।
স্থির হয়ে সদা রবে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

১০। (৯)

গৌড়পাদ

প্রণবে যোজিবে হৃদয়, প্রণব ব্রহ্ম নির্ভয়।
প্রণবে নিত্য যুক্তের ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥

কোথাও নাহিক ভয়, লভে সেই চিরজয়।
ইহ আর পরলোকে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥

প্রণব ব্রহ্ম অপর, প্রণবই হন পর।
পূর্ব্ব ও অন্তরহীন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥

বাহ্যপর বিরহিত, একভাবে সদাস্থিত।
অব্যয় প্রণববর ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

সবার আদি প্রণব, মধ্য-অন্ত হন সব।
এরূপ জানি প্রণবে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥

অনন্তর সে প্রণব, প্রাণে প্রাণে অনুভব।
করেন ঊর্দ্ধগ হ'লে ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥

সকলের হৃদিস্থিত প্রণবেরে অবগত।
হবে ঈশ্বর বলিয়া ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥

সর্ব্ব ব্যাপন ওঙ্কার, মনন করিয়া ধীর।
না করেন শোক কভু ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥

অ মাত্র মাত্র অনন্ত, দ্বৈত উপশম শান্ত।
পরম মঙ্গলময় ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥

ওঙ্কার যিনি বিদিত, তিনি মুনি সুনিশ্চিত।
নহেন ইতর জন ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥

ইতি গৌড়পাদ

১০। (১০)

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

মহাবাক্য প্রণব হন, বেদের মূল কারণ।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১॥
সকল বিশ্বের ধাম, সে প্রণব অভিরাম।
সর্ব্বশ্রেয় ঈশ্বরের ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥২॥
উদ্দেশ হন প্রণব, তত্ত্বমসি আদি সব।
বাক্য, বেদ একদেশ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৩॥
প্রণব মহাবাক্য হন, করি' তাহা আচ্ছাদন।
স্থাপন তত্ত্বমসির (তাহে) ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৪॥

আদি লী-৭ম পরি

মহাবাক্য প্রণব যেই, ঈশ্বরের মূর্ত্তি সেই।
প্রণব হইতে জাত ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৫॥
নিখিল দেবতাগণ, সচরাচর ভুবন।
যাহা কিছু দৃশ্যাদৃশ্য ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৬॥
জীবের কারণ হয়, তত্ত্বমসি বাক্যচয়।
প্রাদেশিক মাত্র তাহা ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৭॥
প্রণব না মানি তাহে, মহাবাক্য বলি' কহে।
অশোভন সে ভারতী ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৮॥
হে মোর প্রাণ প্রণব, অপার মহিমা তব।
কিছু নাহি জানি আমি ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥৯॥
প্রসন্ন হও ওঙ্কার, আমায় কর তোমার।
কোটিবার নমো নমঃ ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১০॥
রেখো চরণে ওঙ্কার, স্মরণে থেকো আমার।
সীতারাম দাস তব ওঁ, নমঃ ওঁ ওঁ ওঁ, ওঁ ওঁ ওঁ ॥১১॥

—:*:০:*:—

শ্রীমন্দির নীলাচলে
তেরশো আটান্ন সালে
ছাব্বিশে জ্যৈষ্ঠ নিশায়
ওঙ্কার সহস্রগীতি
আজি লেখা হ'লো ইতি
ওঙ্কার তোমার কৃপায় ॥

যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি ন তৎ সর্ব্বং ময়া কৃতং ।
ত্বয়া কৃতন্তু ফলভাক্ ত্বমেব মধুসূদন ॥

শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত
তৎসম্পর্কিত
ও
সম্প্রদায়ের প্রকাশিত
অন্যান্য পুস্তকাবলীর
বিবরণী

শ্রীশ্রীঠাকুরের রচিত পুস্তকাবলী

১। শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত—১॥০ ; ২। শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী—১৸০, ৩। শ্রীশ্রীনামমহিমামৃত—১॥০ ; ৪। ক্ষেপার ঝুলি (১ম খণ্ড, ২য় সং)—১॥০ ; ৫। ক্ষেপার ঝুলি (২য় খণ্ড)—১॥০ ; ৬। শ্রীশ্রীতুলসী মহিমামৃত—১॥০ ; ৭। পাগলের খেয়াল (৩য় সং)—১।০ ; ৮। মহারসায়ন (৪র্থ সং)—১৲ ; ৯। শ্রীশ্রীগুরুগীতা (২য় সং)—১।৵০ ; ১০। শ্রীশ্রীনামরসায়ন (২য় সং)—১৲ ; ১১। চোখের জলে মায়ের পূজা—১৲ ; ১২। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র সংকীর্ত্তন (গুণ্টুর পত্র)—॥৵০ ; ১৩।

পুষ্প চন্দন—॥০ ; ১৪। বর্ণাশ্রম বিপ্লব—॥০ ; ১৫। সুধার ধারা (২য় সং)—॥০ ; ১৬। কথা রামায়ণ (দেবযানে প্রকাশিতাংশ)—।৵০ ; ঐ (১ম খণ্ড)—৩৲, ঐ বাঁধাই—৩॥০ ; ১৭। অভয় বাণী —৷৴০ ; ১৮। শ্রীরামনাম-লিখন মহিমা—।০ ১৯। ত্রৈকালিক স্তবমালা (৪র্থ মুদ্রণ)—।০ ; ২০। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম (২য় মুদ্রণ)—।০ ; ২১। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র কল্পতরু—৸০ ; ২২। ভক্তি দর্শন (শাণ্ডিল্য সূত্র)—১।০ ; ২৩। শত পঞ্চ চৌপাই ; ২৪। গণেশের সন্ধ্যা ; ২৫। শ্রীশ্রীগোপীগীতা ; ২৬। আঁধারে আলো ; ২৭। শ্রীশ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম ; ২৮। মহাব্রত ; ২৯। দাস্য মধুর—২৲ ; ৩০। পত্রাবলী (১ম খণ্ড)—৸০ ; ৩১। বাণীমালা —॥৵০ ; ৩২। যুগবাণী (গুণ্টুরের ভাষণ)—৵০ ; ৩৩। পূজার ফুল ; ৩৪। ফুলমালা ; ৩৫। কলির পথ (গুণ্টুরের দ্বিতীয় ভাষণ)—।০; ৩৬। বাণীমালা (হিন্দী)-॥০; ৩৭। শ্রীশ্রীওঙ্কার সহস্রগীতি—১৲

সম্প্রদায়ের অন্যান্য পুস্তক :

১। সুধা-সঙ্গীত—শ্রীমদ্ দাশরথি দেব যোগেশ্বর—॥০ ; ২। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী

(স্বরলিপি)—কিঙ্কর শ্রীপ্রণবানন্দ—১॥০ ; ৩। শ্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য (৩য় সং)—কিঙ্কর শ্রীশান্তিনাথ ; ৪। শ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'দেবযান' মাসিক পত্র—৮ম বর্ষ—বার্ষিক সডাক ৪৲।

অনুবাদ ঃ

১। Road to Life Divine (মহারসায়ন)—S. Sil ১৲ ; ২। Pages from a Crazy-man's Life (ক্ষেপার ঝুলি)—S. Sil—১॥০ ; ৩। মহারসায়ন (হিন্দী)—অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার বাজপেয়ী এম্-এ—১৲ ; ৪। ঐ (তেলেগু) —শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ—১৲ ; ৫। ঐ (উড়িয়া)—১৲ ; ৬। অভয় বাণী (হিন্দী)—।০ ; ৭। শ্রীবৈষ্ণব মতাব্জভাস্কর (হিন্দী যন্ত্রস্থ) ; ৮। Upset in our Social Order (বর্ণাশ্রম বিপ্লব)—।৵০ ; ৯। বর্ণাশ্রম বিপ্লব (তেলেগু)—শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ ; ১০। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র সংকীর্ত্তন (হিন্দী) —শ্রীহরিপ্রসাদ তেয়ারী ; ১১। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র কল্পতরু (হিন্দী) যন্ত্রস্থ—শ্রীহরিনন্দন ঝা, অধ্যাপক সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে পুস্তকাবলী ঃ

১। অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যদ্‌বাণী (২য় সং)—৵০

২। ঐ (ইংরাজী)

৩। A Short Biography of Sri Sitaramdas Omkarnath—P. Roy Bondyopadhyaya—৷৷০

৪। দাক্ষিণাত্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রচার লীলা (১ম খণ্ড)—কিঙ্কর শ্রীগোবিন্দ দাস—৸০ ;

৫। কিমসি গঠিত ঃ বা শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজের দিব্যজীবন (১ম খণ্ড, ২য় সং) —অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী—১৲

৬। স্তব-কুসুমাঞ্জলি
বা
শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ বন্দনা
—শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ; ৫৲

৭। পরিচিতি—শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী —শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরী—৵০

৮। পরিচয়—ঐ হিন্দী—৵০

৯। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী (মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয়ের ভূমিকা সংবলিত)—শ্রীপুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায় (যন্ত্রস্থ)